SDI

এসডিআই নিউজলেটার

আগস্ট ২০১৭

সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ ব্র্যান্ডিং করতে যাচ্ছে এসডিআই

দীর্ঘদিন ধরে এসডিআই তার সদস্যদের বিষমুক্ত সবজি ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ যেমন মাছ চাষ এবং গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এজন্যে প্রয়োজনীয় জাত ও প্রযুক্তি জ্ঞান সরবরাহ এবং পুঁজির যোগানে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করেছে। তবে ২০১৩ সাল থেকে এসডিআই পরিকল্পিত ভাবে, ক্লাস্টার ভিত্তিতে বিষমুক্ত সবজি এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।

কৃষকগণ সফলতার সাথে নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন করলেও তা বাজারজাতকরণে সুফল আদায় করতে পারছে না, কেননা বাজারে অনিরাপদ কৃষিপণ্য থেকে পৃথক করে নিরাপদ কৃষিপণ্য বিক্রি করার সুযোগ খুবই সীমিত। জানা থাকায় স্থানীয় বাজার থেকে ক্রেতারা আগ্রহের সহিত তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে নিরাপদ সবজি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ সবজি পাইকারদের কাছে অনিরাপদ সবজির সমান দরে বিক্রি করতে হয়। এসব নিরাপদ কৃষিপণ্য

পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

নিরাপদ সবজি মেলা ও পিঠা উৎসব, ২০১৭ অনুষ্ঠিত

এসডিআই-এর আয়োজনে এবং 'সুস্থজীবন'-এর সহায়তায় ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ শনিবার ধানমন্ডি লেকভিউস্থ পানশি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হল নিরাপদ সবজি মেলা ও পিঠা উৎসব, ২০১৭। মেলায় এসডিআই-এর সদস্যদের উৎপাদিত বিষমুক্ত বিভিন্ন সবজি এবং 'সুস্থ জীবন'-এর সদস্যদের গ্রামে তৈরি ২০ ধরনের সুস্বাদু ও নিরাপদ পিঠা প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য রাখা হয়।

পৃষ্ঠা ৫, কলাম ১

স্থানীয় উন্নয়ন মেলায় এসডিআই-এর পণ্য সমাদৃত

এসডিআই-এর সমিতি সদস্যরা বিষমুক্ত সবজি ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এসব পণ্য বিপণনে সহায়তা করতে এসডিআই জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এই ধারাবাহিকতায় এ বছর এসডিআই ধামরাই, সিঙ্গাইর ও মানিকগঞ্জের উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

তিন দিন ব্যাপী ধামরাই উপজেলা উন্নয়ন মেলা-২০১৭ চলেছে ৯-১১ জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব এম.এ মালেক। একই সময়ে তিন দিন ব্যাপী সিঙ্গাইর উপজেলা উন্নয়ন মেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় উপজেলার জয়মন্টপ স্কুল মাঠে। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী বিজয় মেলা মাঠে তিন দিন ব্যাপী মানিকগঞ্জ জেলা উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন মানিকগঞ্জ জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব রাশিদা ফেরদৌস।

পৃষ্ঠা ৩, কলাম ১

নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপদনকারী খামারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত মার্চ, ২০১৭, শুক্রবার ধামরাই উপজেলার সূতিপাড়ায় অবস্থিত ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার এর অডিটরিয়ামে নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনকারী খামারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ধামরাইয়ের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৪০০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বরেণ্য অভিনয় শিল্পী, মুক্তিযোদ্ধা চিত্রনায়ক ফারুক আহমেদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ও শিক্ষক দিলারা জামান, অভিনয় শিল্পী দিলারা ইয়াসমিন এবং হাজী ফারহানা ফারুক। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র চেয়ারম্যান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মো: আবুল হোসেন।

মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক। স্বাগত বক্তব্যে তিনি কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন আবাদী জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যসহ বিভিন্ন কৃষি দ্রব্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তিনি নিরাপদ কৃষি পণ্য বিশেষ করে নিরাপদ

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

সম্পাদকীয়

২০১৫ সালে মিলেনিয়াম ডেভোলপমেন্ট গোল (এমডিজি) নির্ধারিত ১৫ বছরের মেয়াদকাল শেষ হয়। এ সময়কালে সব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয় নাই । এখনো প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার (দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের নিচে) নিচে বসবাস করছে। এ সময়কালে পৃথিবীতে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ নতুন করে ১৫ বছরের জন্য সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। এতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সূচক এবং ১৬৯টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমডিজি ছিল সহায়তা ও পরিসংখ্যান নির্ভর এবং মূলত: উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রণীত হয়েছিল। আর এসডিজি হল দর্শন ভিত্তিক। এতে দেশ ও দেশের অভ্যন্তরে মানুষে মানুষে সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও সহমর্মিতার কথা বলা হয়েছে। এতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন – এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে।

এসডিজি'র বিশেষত্ব হল –

এক. ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর কোথাও কোন ক্ষুধা বা খাদ্যাভাব থাকবে না। আর তা অর্জনে সকল মানুষকে সম্পৃক্তকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সরকারের সাথে অংশীদারীও প্রতিষ্ঠা গুরুত্ব পেয়েছে।

দুই: দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন, মানবাধিকার, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের জটিল বিষয় এসডিজিতে স্থান পেয়েছে।

তিন: এসডিজিতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তিকে পরস্পরের পরিপূরক করা হয়ে ছিল। কিন্তু এসডিজিতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে পৃথক করে দেখা হয়েছে।

চার: এসডিজিতে মনে করা হয়েছিল ধনী দেশগুলোর সহায়তায় দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে, বাস্তবে তা সফল হয়নি, তাই এসডিজিতে টেকসই ও সার্বিক অর্থনেতিক উন্নয়নকে প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে দেশ ও দেশের অভ্যন্তরে মানুষে সাক্ষ্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

পাচ: বিরোধপূর্ণ ও যুদ্ধ কবলিত দেশগুলোতে তীব্র দারিদ্র্য বিরাজ করছে। তাই এসডিজিতে ক্ষুধা দারিদ্র্য দূর করতে শান্তি প্রতিষ্ঠা জরুরী মনে করা হচ্ছে।

ছয়: শিক্ষা বিষয়ে এমডিজিতে কেবল সংখ্যার হার বা সর্বোচ্চ পাশের হার এর উপর জোর দেয়া হয়। এসডিজিতে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে একটি মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

সাত: এমডিজিতে সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় অসংখ্য মানুষকে নতুন করে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয়। বাংলাদেশ এসডিজি'র অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু মৃত্যু কমানো ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে ইর্ষনীয় সাফল্য লাভ করেছে। দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ এসডিজিতেও সফল হবে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে সরকার দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপ তৈরীতে কাজ শুরু করেছে।

এসডিজি অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসকারী প্রতিষ্ঠানসহ সর্ব পর্যায়ে অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। প্রয়োজন সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা, এসডিআই সরকারের এসডিজি অর্জন প্রচেষ্টায়, অংশীদার হতে চায়। এ লক্ষ্যে এসডিআই বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যথা–

- টেকসই দারিদ্র্য জয় করে একজন মানুষ যাতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে তা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।
- ক্ষুধা মুক্তির পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে পারা বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এসডিআই নিরাপদ খাদ্যপণ্য, বিশেষ করে নিরাপদ, বিষমুক্ত সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে পুঁজি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করছে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্যক্রমসহ স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা করছে।
- দরিদ্র সন্তানদের শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং ঝড়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- নিরাপদ পানি প্রাপ্যতায় ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে সচেতন ও সহায়তা দিচ্ছে।
- পঙ্গু, প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করে ভিক্ষাবৃত্তিসহ অমর্যাদাকর জীবন যাপন থেকে বের করে এনে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার নানামুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ ব্র্যান্ডিং করতে যাচ্ছে এসডিআই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দূরের ক্রেতাদের নিকট পৌছে দিতে ও পরিচিত করে তুলতে এসডিআই ২০১০ সাল থেকে স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক কৃষি ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করা শুরু করে। মেলাগুলোতে এসব পণ্য খুব সমাদৃত হয়, দ্রুত সব বিক্রি হয়ে যায়। মেলায় আগত জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এমনকি বিদেশী অতিথিরাও এসডিআই সদস্যদের উৎপাদিত নিরাপদ খাদ্য পণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।তবে ক্রেতারা এগুলো নিয়মিত সংগ্রহ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, সংগ্রহ করার উপায় জানতে চান। আবার কৃষকেরাও তাদের নিরাপদ কৃষিপণ্যের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ করে দেয়ার অনুরোধ জানায়, দাবী জানায়। এমন বাস্তবতায় এসডিআই এসব পণ্য বিক্রির আউটলেট সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায় ও রাজধানীতে শপিং সেন্টার এবং একটি অনলাইন শপিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার চিন্তা গুরুত্ব পায়। ভাবনা অনুযায়ী শপিং সেন্টার স্থাপন

এবং অনলাইনে বিক্রির প্রতিষ্ঠা গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পথ ধরেই নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ ব্র্যান্ডিং করার উদ্যোগ নিয়েছে এসডিআই। উল্লেখ্য, বর্তমানেএসডিআই,র সংগঠিত ২০০০ কৃষক প্রায় ১০০০ একর জমিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছে।

ব্র্যান্ড হচ্ছে একটি নাম, একটি টার্ম বা পরিচিতি, এই একটি সাইন বা নিদর্শন (স্মারক চিহ্ন), একটি সিম্বল বা প্রতীক এবং একটি ডিজাইন বা নকশা (পরিকল্পনা) কিম্বা সবগুলোর একটি সুসমন্বিত রূপ যা কোন বিক্রেতা বা বিক্রেতা গোষ্ঠী পণ্য ও সেবার নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা ভাবে উপস্থাপন করে। আর ব্র্যান্ডিং হচ্ছে কোন বিক্রেতার ধারাবাহিক ভাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পণ্য বা সেবা ক্রেতার কাছে পৌছে দেবার প্রতিশ্রুতি। ব্র্যান্ডিংকে ভিন্ন মাত্রার মার্কেটিং প্ল্যান বলা যায়। তবে সাধারণ মার্কেটিং-এর ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পণ্য কিনতে ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করে থাকে। কিন্তু ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়ায় বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রলুব্ধ না করে আকৃষ্ট করে থাকে। ব্র্যান্ড তার ক্রেতার সামনে তুলে ধরে সে কি, কি দিচ্ছে এবং তার বৈশিষ্ট্য কি? এসব বৈশিষ্ট্য বা গুণের কারণে ক্রেতা ব্র্যান্ড পণ্যে আকৃষ্ট হয়।

ব্র্যান্ডিং-এর প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যার ব্র্যান্ডিং করা হবে তার একটি উপযুক্ত নাম বাছাই করা। বস্তুত নামটি ব্র্যান্ড হয়ে যায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে লোগো তৈরি করা। ক্রেতার নিকট নিজেকে ইউনিক করতে লোগোর গুরুত্ব অত্যাধিক। ব্র্যান্ডিং-এ শ্লোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। পণ্যের মান ও বৈশিষ্ট্য ক্রেতাকে অবহিত করতে ব্র্যান্ড পণ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আকর্ষণীয় শ্লোগান ব্যবহার করা হয়। পণ্যের মোড়কজাতকরণ ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়ায় আর একটি ধাপ। মোড়ক আকষর্ণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হয়। এসডিআই তার কৃষক সদস্যদের উৎপাদিত সবজি ও প্রাণিজ আমিষের সাথে মানানসই নাম বাছাই করার কাজ ইত্যোমধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলেছে। অন্য কাজগুলোও প্রায় সম্পন্ন হয়ে আছে।

বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা এর মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও মোড়কজাত প্রক্রিয়া ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করা গেলে ক্রেতার মনে বিশ্বাস জন্মে, কেনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যটি কোথায় উৎপাদন হচ্ছে, কি প্রক্রিয়ায় উৎপাদন হচ্ছে বা কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে জানানো গেলে ক্রেতাদের মনে বিশ্বাস স্থাপন সহজ হয়।এসডিআই তাই তার কৃষক সদস্যদের উৎপাদিত সবজি ও প্রাণিজ আমিষ পণ্যের পুরো উৎপাদন ও প্রক্রিয়া তার সম্মানিত ক্রেতাদের নিকট তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন এসডিআইয়ের কৃষকেরা সবজি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যা অনুসরণ করছে তা হল -

ক. নিরাপদ সবজি উৎপাদন:

বর্তমানে ঢাকা জেলার ধামরাই এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ইউনিয়নের ২০০০ জন কৃষক নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছে। এরা নিম্মোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করছে–

১. জমি উত্তমরূপে চাষ করা, আগাছা পরিষ্কার এবং জমিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস এর ব্যবস্থা রাখা

২. রোগ-বালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত ও বীজ এর ব্যবহার

৩. রোগ প্রতিরোধে যান্ত্রিক পদ্ধতি (যেমন আলোর ফাঁদ), সেক্স ফেরোমেন ফাদ, বায়োপেস্টিসাইড, ছাই, জৈব কীটনাশক, উপকারী পোকা সংরক্ষণ ও ব্যবহার ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা।

৪. প্রধানত জৈবসার যেমন সাধারণ কম্পোস্ট, কেঁচো কম্পোস্ট সবুজ সার এবং অনুমোদিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার।

৫. বীজ বপন থেকে সবজি সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ নীতি মেনে চলা।

খ. প্রক্রিয়াজাতকরণ:

সবজির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও মান অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আকার-আকৃতি ও মান অনুযায়ী তিনটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। সংগ্রহ শেষে সবজি থেকে ধুলাবালি অপসারণ, অন্যান্য রোগজীবাণু ধ্বংশ এবং সবজি সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ মেশিন ব্যবহার করা হয়। সবজির সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আর যা করা হয়: ১. মাঠ থেকে সবজি সংগ্রহরে পর বায়ু চলাচল করে থাকে এমন স্থানে রাখা, ২. কোন কোন সবজিতে, যেমন বেগুন, হালকা করে তেল মাখানো হয়, ৩. নিম্ন তাপমাত্রা, ছায়াযুক্ত ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলে সক্ষম এমন ঘরে সবজি সংরক্ষণ করতে হয়। স্তুপ করে না রেখে ব্যাকে রাখা সবচেয়ে উত্তম।

এসব বিষয় লক্ষ্য রেখে এসডিআই প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার স্থাপন করেছে।

কোন পণ্য জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়, যেমন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, গান বা নাটক মাধ্যম ইত্যাদি। এসডিআই-এর নিরাপদ সবজি উৎপাদন ইতোমধ্যে এটিএন বাংলার সোনালি দিন এবং বিটিভি'র মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছে। যেসব পত্রিকায়এসডিআই'র ছাপা হয়েছে।

ব্র্যান্ডের নাম, শ্লোগান ও লোগো তৈরি করার পর সম্ভব হলে নাম বা লোগো ট্রেডমার্ক এবং রেজিষ্ট্রার করতে হয়। এটা করা না হলে পণ্যের নকল রোধে আইনী সুবিধা নেয়া যাবে না। এক্ষেত্রেও এসডিআই যথা সময়ে পদক্ষেপ নিবে। এসডিআই'র এসব কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানীর আগ্রহ রেয়েছে। বিদেশে পাঠাতে হলে আইএসও সনদ নিতে হয়। এসডিআই এ বিষয়ে যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পণ্য ব্র্যান্ডিং করতে ব্র্যান্ড এ্যামবেসেডর থাকে। সাধারণত: ব্র্যান্ড এ্যামবেসেডর বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকা ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন। এসডিআই-এর নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ পণ্যের ব্র্যান্ড এ্যমবেসিডর হচ্ছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ফারক আহমেদ। তিনি স্বেচ্ছায় এসডিআই-এর নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ পণ্যের ব্র্যান্ডিং এ নেতৃত্ব দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয় উন্নয়ন মেলায় এসডিআই-এর পণ্য সমাদৃত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্থানীয় উন্নয়ন মেলায় এসডিআই-এর স্টলে বিষমুক্ত সবজিসহ বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প পণ্য প্রর্দশন ও বিক্রি করা হয়। পাশাপাশি এসডিআই-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বুকলেট, পোস্টার, ডকুমেন্ট ইত্যাদি প্রর্দশনের মাধ্যমে আগ্রহীদের এসডিআই-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মেলাসমূহে নিরাপদ সবজি, কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) ও এগুলো উৎপাদনের উপকরণাদি প্রর্দশন করা হয় যা জনসাধারণের দৃষ্টি কেড়েছে। বিশেষ করে স্টলে প্রদর্শিত বিষমুক্ত সবজি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তারা আগ্রহের সাথে ক্রয় করেছে।

জাতীয় সবজি মেলা- ২০১৭ ও সবজি প্রদর্শনী -এ এসডিআই'র অংশগ্রহণ

৫-৭ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রি: তারিখে ঢাকার খামারবাড়ি (ফার্মগেট) চত্বরে "জাতীয় সবজি মেলা-২০১৭ ও সবজি প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। মাননীয় মন্ত্রী উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে মেলা ঘুরে দেখেন এবং এসডিআই'র ষ্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় প্রতিদিন প্রচুর জনসমাগম হয়। এসডিআই মেলায় নিরাপদ সবজি ও কেঁচো সারসহ বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প পণ্য প্রদর্শন করে এবং বিষমুক্ত সবজি দিয়ে খাবার পরিবেশন করে। এসডিআই'র প্রদর্শিত পণ্য ও খাবার মেলায় আগত দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি কাড়ে। মেলায় দেশী-বিদেশী অনেক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ এসডিআই-এর ষ্টল পরিদর্শন করেন।

বিষমুক্ত সবজি আমাকে মুগ্ধ করেছে

জাহানারা আহমেদ, বরেণ্য অভিনেত্রী ও নাট্যকার

কয়েক দিন আগে SDI (Society for Development Initiatives) নামে একটি সংগঠন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল, তাঁদের একটা অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে। সেখানে বিষমুক্ত সবজি ও বাংলার ঐতিহ্যবাহী বহু রকমের পিঠা উৎসব হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে ৭ টায়, অসুবিধা নেই কারণ আমি শিল্পী খুব সকালে সুটিং-এ যাবার অভ্যেস আছে। বিষ মুক্ত খাবার, বিষ মুক্ত সবজি এটা বড়ই দুর্লভ। তাই অনুষ্ঠানে লোকেলোকারণ্য। সবজি বিক্রি হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে। অতিথিদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাও ছিলেন কয়েক জন। অতিথিদের আপ্যায়ন করা হল বহু রকমের পিঠা পায়েস দিয়ে, সবজিও উপহার দেয়া হল। দেখানো হল কিভাবে সবজি পরীক্ষা করা হয়। এবং সকলের মতামত নেওয়া হল এই অনুষ্ঠান বড় আকারে কিভাবে করা হবে। ভেজাল মুক্ত খাবার না খেলে দেশের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে কারণ শিশুরা এই খাবার খাচ্ছে। জাতির ভবিষ্যৎ শিশুরা, অসাধু ব্যবসায়ীদের বোঝাতে হবে দেশকে বাঁচান, নিজেও বাঁচুন। শিশুর হাসি পবিত্র, শিশুর হাসি বন্য জন্তুকেও আকর্ষণ করে, আর আপনারা তো মানুষ। যাই হোক অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ভাবে সমাপ্ত হল। বাড়ি এলাম একটা অন্য রকম আনন্দ নিয়ে। বহুদিন ধরে যা পাইনি বা দেখিনি বাড়ী এসে ঐ সবজি কেটে নানা রকম খাবার তৈরী করা হল। বৌমা বলল বহুদিন টমেটোর সালাদ খাওয়া হয় না আজ খাবো। সবজিগুলো রান্না করার সময় সেই দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, ঘ্রাণটা ঠিক সেই রকম। সেদ্ধ হয়ে গেল সুন্দর ভাবে, বাড়িতে মনে হল সবজি খাবার উৎসব। মনে হল আহা এই রকম খাবার যদি সারা বছর সারা দেশের মানুষ খেতে পেত তা হলে রোগ বালাই বহু অংশে কমে যেত। কৃষক ভাই ও বোনেরা যারা সবজি, মাছ, মাংস, চাল, ডাল নিয়ে ব্যবসা করেন সকলের প্রতি অনুরোধ জানাই আপনারা ব্যবসা করুণ কিন্তু দেশের সর্বনাশ করবেন না- এ দেশ আপনারও। পুঁজি পালন করে কী হবে বলুন? মানুষ বাঁচলে দেশ, দেশ বাঁচলে আপনার ব্যবসা। সেই দেশই যদি নড়বড়ে হয়ে যায় তবে কার জন্যে কিসের জন্যে ব্যবসা করবেন বলুন, আসুন হাতে হাত রেখে শপথ করি ব্যবসা করবো কিন্তু সৎ ভাবে করবো। এরপর হয়ত দেখবেন যারা সৎ ভাবে ব্যবসা করছে তারা অনেক উপরে উঠে গেছে তাদের ছোঁবার চেষ্ঠা করছেন কিন্তু পারছেন না।

এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার আপনার আমাদের সকলের। SDI এর ছত্রছায়ায় চলে আসুন। কীভাবে চাষাবাস করার যায় সেই পরামর্শ করুণ।নইলে এমন একটা সময় আসবে যেদিন আপনারা যারা মহৎ কাজে ব্রতী হননি তাদের সংখ্যা অতি নগন্য হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের মানুষ তুলনামূলকভাবে খুব ভালো, সাহসী, দুর্যোগ মোকাবেলায় পারদর্শি, বিষ মেশানো খাবারকে দুর্যোগই বলা চলে। আল্লাহর রহমতে আমাদের সোনার মানুষেরা এই দুর্যোগ অচিরেই কাটিয়ে উঠবে তার ব্যবস্থা সর্বস্তরে করা হচ্ছে। আমরা শিল্পীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবো কথা দিলাম। শিল্পীরা শুধু বিনোদন নিয়ে বসে থাকেনা, তারাও দেশের কাজে সদা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। শহরের প্রাণ কেন্দ্র গ্রাম, সেই গ্রামে বাস করে জমিওয়ালা জমিদারগণ। তাই তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। বিষ মুক্ত খাবারের চাবি আপনাদের হাতে, তাই আসুন শহরবাসী, গ্রামবাসী আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় দেশটা হয়ে যাক বিষ মুক্ত। শিশুদের মুখে ফুটে উঠুক সবল হাসি। এখনও শিশুরা হাসে কিন্তু সে হাসির মাঝে দেখতে পাই দুর্বল রোগাক্রান্ত হাসি। এই অনুষ্ঠান দেখা না হলে বড় ভুল হয়ে যেত, সাংবাদিক ভাই বোনেরা মিডিয়ার অনেকের অংশ গ্রহণে মনোরম একটা পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম। সব কাজই সরকার করে দেবে তা কেন, আমাদের চেষ্টা থাকা প্রয়োজন, ভালো কাজে সরকার সহযোগিতা করে আসছে বরাবর। এটা সরকারের কাজেরই একটা অংশ।

দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। আমাদের মনে রাখা দরকার গ্রামে শহরে এখন অনেক তরুণ তরুণীরা শিক্ষিত। তারা যদি একবার বিষযুক্ত সব ধরনের খাবারের বিরুদ্ধে মাঠে নামে তাহলে কিছুদিনের মধ্যে দেশে এই সব বিষাক্ত খাবার, যেমন পানি, চাল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ শিশু খাদ্য,তারা বিষ মুক্ত করে ছাড়বে। দেশ স্বাধীনের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ আমাদের জানা। তাই এখন থেকেই সবাই সুস্থ খাবার, সবজি উৎপাদনের জন্যে এগিয়ে আসুন। তরুণ প্রজন্ম ক্ষেপে গেলে তখন কেঁদে কেটে কোন ফল পাওয়াা যাবেনা। তাই আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো নয় কী? মানুষ যখন খারাপ কাজ করে জনগণের কাছে জবাব দিতে অক্ষম হয় তখন করুণ সুরে বলে কী করবো বলুন সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এই কথাটা বলা মানুষের একটা দুর্বল অজুহাত। এসডিআই-এর মত এই রকম সংগঠন অনেক হওয়া দরকার। এসডিআই-এর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই জনহিতকর মহৎ অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্যে। কৃষক কিষাণী ভাই বোন বিষ মুক্ত খাবার চাই, তারাভরা আকাশ-শিউলি ঝরা বাতাস। মুক্ত ঝলমলে সকাল, শুভ ভোর দেখে এলাম নয়ন ভরে, মনে রইবে বহুদিন ধরে।

এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য প্রণালী যদি কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেয়া যায় তাহলে মাত্র কয়েক জনের উপর চাপ কমে যায়, কার্যক্রম দ্রুত করা যায়। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামত। যাই হোক বিষ মুক্ত সবজি বা খাবার পোষ্টার আকারে করে গাড়ী অথবা ঠেলায় করে ছেড়ে দিলে মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবারও একটা ব্যবস্থা নেয়া যায়, এ সব আমার ব্যক্তিগত মতামত। যাই হোক মনোরম অনুষ্ঠান দেখেই কলমটা ধরতে ইচ্ছে হল। এই কয়েক দিন বড় নিশ্চিন্তে সবজি খেলাম আশায় রইলাম আবার খাব শুধু আমি নই সবাই খাবে নির্ভয়ে এমন দিন যেন শিঘ্রই আসে। বিষ যুক্ত খাবার খেয়ে খেয়ে নিজেদের অজান্তে কত ধরণের অজানা রোগের বাসা মানুষের শরীরে বাসা বেঁধে চলেছে যে রোগের সন্ধান মেডিকেল সায়েন্সেও খুঁজে পেতে দুষ্কর হয়ে পড়ছে। তাই এ সবের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত কথা, কলম এবং সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। আমি মনে করি কলমের ধার অনেক, তাই কলম থামিয়ে রাখা যাবেনা। ছোট ছোট শ্লোগানও তৈরি করা যায় সহজ ভাষায় যেমন [বিষ মুক্ত খাবার চাই, আমরা সবাই বাঁচতে চাই; পাক যন্ত্র বিকল হলে দেশ চলবে কেমন করে; বিষ যুক্ত খাবার খেয়ে অকালে যেওনা ঝড়ে।

গৃহিনী বোনেরা বাড়ির উঠানের দুই পাশে লম্বা করে দু'ফালি জায়গা বের করে এক পাশে কিছু সবজি অন্য পাশে দু'চারটা ফুলের গাছ লাগলে ভালো হয়। ছোট পরিসরে বড় সবজি করা মুস্কিল, কিন্তু রান্নার জন্যে কিছু ছোট সবজির দরকার পরে যার জন্যে বাজারে যাবার দরকার নেই। যেমন কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, লাল শাক। পুঁইয়ের ডগাটা তুলে দিন ছোট একটা মাচানে, এক কোনে একটা ঢেঁড়শ গাছ লাগান, এক গাছের ঢেঁড়শ আপনার এক বেলার খাওয়া হবে। আমি করেছিলাম এই শহরে তাই লিখতে পারলাম। যাই হোক আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত লিখলাম। দেশকে ভালোবসি তাই আবেগ তাড়িত হয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলি। বিদেশে থাকার সুবিধা থাকা সত্বেও দেশ ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছে নেই। জন্ম ভূমির প্রতি দায় বোধ থাকা উচিৎ বলে মনে করি। যাই হোক কারো মনে আঘাত লাগে এমন কিছু লিখেছি বলে মনে করিনা, কারো ক্ষতি নয়, সবার জন্যে সবারই ভাল চাওয়াই উচিৎ বলে মনে করি। মাতৃভূমি যেন ফলে ফুলে সুশোভিত থাকে এটাই সবার কাম্য হওয়া উচিৎ তাতে নিজের মনের ক্লান্তিও অনেকাংশে লাঘব হয়। ঘুম থেকে উঠেই যদি তরতাজা সবুজের দিকে তাকান চোখের জন্য উপকার এবং মনে প্রফুল্ল ভাব ফুটে ওঠবে।

নিরাপদ সবজি মেলা ও পিঠা উৎসব, ২০১৭ অনুষ্ঠিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য এ মেলা নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে দেশবাসীকে সচেতন করা এবং কৃষকদের উৎপাদিত সবজি বিপণনে সহযোগিতা করতে এসডিআই-এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। এসডিআই-এর কার্যক্রম এলাকায় এধরনের মেলার আয়োজন করা হচ্ছে দীর্ঘ দিন থেকে। তাছাড়া পিকেএসএফ আয়োজিত মেলায় (ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত) এসডিআই-এর ষ্টলে নিরাপদ সবজি প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য রাখা হচ্ছে ২০১৩ সাল থেকে। এবছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত জাতীয় সবজি মেলা-২০১৭ ও সবজি প্রদর্শনীতে এসডিআই-এর ষ্টলে প্রদর্শিত সবজি ও কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মেলায় নিরাপদ সবজি ও পিঠা প্রদর্শন ছাড়াও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর সভাপতি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি অধ্যাপক আবুল হোসেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন চিত্রনায়ক মুক্তিযোদ্ধা ফারুক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।বিশেষঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ন্যাট্যশিল্পি জাহানারা আহমেদ, দিলারা জামান, দিলারা ইয়াসমিন এবং প্রখ্যাত চিত্র নায়িকা নতুন প্রমুখ গুনী ব্যক্তিত্ব। অতিথিগণ বাজারে অনিরাপদ খাবারের ছড়াছড়িতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এর ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তাঁরা এসডিআই-এর নিরাপদ সবজি উৎপাদন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের বক্তব্যের চুম্বক অংশ নিম্নরূপ:

চিত্রনায়ক ফারুক আহমেদ

ধানমন্ডি লেক ভিউ'র পানশি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় নিরাপদ সবজি মেলা। এ ধরনের মেলার আয়োজনের জন্য এসডিআইকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রতিটি খাদ্যের মধ্যে বিষ। তাই বিষ ঝাড়ার ওঝা চাই। আমরা বিষ নিতে চাইনা, বিষকে না বলতে হবে। সর্বস্তরের মানুষকে অনিরাপদ খাবারের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে। আসুন, আমরা সবই ওঝা হই, সবাই মিলে বিষ ঝেড়ে ফেলি। আজকে দেশের জন্য তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলে হলো, সন্ত্রাস, মাদক ও বিষযুক্ত বা অনিরাপদ খাবারের ছড়াছড়ি। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের জয়ী হতে হবে। আসুন আমরা শ্লোগান তুলি - সুস্থ যদি থাকতে চান, নিরাপদ সবজি খান।

আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)-পিকেএসএফ

এসডিআই একটি প্রশংসনীয় কাজ করছে, কৃষক সদস্যদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সবধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে। এখন তাদেরকে এই বিষমুক্ত সবজি বাজারজাত করতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। ক্রেতারা যাতে নি:শংসয়ে এই সবজি কিনতে পারে সেজন্য এর ব্র্যান্ডিং করতে হবে। এর একটি ব্র্যান্ড নাম থাকবে, যেন দেশ বিদেশে এ সবজি নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত সবজি হিসেবে পরিচিতি পায়। দেশ বিদেশের ক্রেতারা যেন বুঝতে পারে এ সবজি নিরাপদ, বিষমুক্ত। তিনি ঘোষণা দেন, ব্র্যান্ডিং করার যাবতীয় ব্যয়ভার পিকেএসএফ বহন করবে।

অভিনয় শিল্পী জাহানারা আহমেদ

সবাই নিরাপদ খাবার খেতে চায়, আমিও চাই। কিন্তু নিরাপদ খাবার বাংলাদেশের মানুষের জন্য অধরা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এসডিআই-এর বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ও বিপণন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে। এজন্য এসডিআইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তবে এসব মেলা উম্মুক্ত ময়দানে হলে ভাল হয়। মেলাতে কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা কৃষকদের কাছ থেকে শুনবো আবার কৃষকদের কিছু জানাব। এই দেয়া নেয়ার মধ্য দিয়ে নিরাপদ খাদ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের টেকসই ও কার্যকর পথ বেরিয়ে আসবে।

নাট্য শিল্পী দিলারা জামান

এ মেলা থেকে আমি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। কেননা এ মেলায় এসে আমি জানতে পেরেছি কোথায় ও কিভাবে নিরাপদ সবজি উৎপাদিত হয়, কোথায় পাওয়া যায়। এ ধরনের আয়োজন আরো বেশি করে করতে হবে। সরকার, বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন - সবাইকে একযোগে মানুষকে সচেতন করার কাজটি করতে হবে। তাহলে কেউ-ই অনিরাপদ খাদ্য ক্রয় করবে না। কৃষকও নিরাপদ খাদ্য পণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে বাজারে আর অনিরাপদ খাদ্য পণ্য থাকবে না।নিরাপদ সবজি আন্দোলনে আমরা এসডিআই-এর সাথে আছি এবং থাকবো।

চিত্রনায়িকা নতুন

সবাই সুস্থ শরীর চায়, চায় সুস্থ জীবন। আর সুস্থজীবন পেতে হলে নিরাপদ খাবার খেতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে নিরাপদ খাবার দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার থেকে তাজা খাবার কিনে খাচ্ছি। কিন্তু এগুলো ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ কিনা জানি না। বাজারে এগুলোর পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে সবজি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শুধু সবজি নয়, সবধরনের খাদ্যই নিরাপদ হতে হবে, ভেজাল মুক্ত থাকতে হবে।

নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও তা ক্রেতাদের নিকট পৌছে দেয়ার এসডিআই-এর এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নিরাপদ খাবার পাওয়া আমাদের অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় শুধু এসডিআই নয়, আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকেই এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অভিনয় শিল্পী দিলারা ইয়াসমিন

নিরাপদ নয় এ সন্দেহ থেকে আমরা আমাদের সন্তানদের শাক-সবজি, ফলমুল খেতে দিতে চাই না। এজন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির যে কোন প্রচেষ্টা আসলে একটি আন্দোলন। এটা জনকল্যাণমুখী আন্দোলন। এ আন্দোলনকে গণআন্দোলনে রূপ দিতে হবে। কেননা আন্দোলনের সূচনা হয়েছে রান্নাঘর থেকে।

পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অধ্যাপক আবুল হোসেন

সভাপতি-এসডিআই এবং প্রোভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এসডিআই কৃষকদের মাঝে স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছে, কিভাবে স্বল্প খরচে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করা যায়। এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। ভোক্তা সাধারণও নিরাপদ সবজি ভক্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

সামছুল হক

নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই

এসডিআই, পিকেএসএফ-এর সার্বিক ও কারিগরি সহায়তা নিয়ে নিরাপদ (বিষমুক্ত) সবজি উৎপাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সাভার, সিংগাইর ও ধামরাই উপজেলার কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়। তারা ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিমাণ জমিতে জৈব বালাইনাশক ও কীটনাশক ব্যবহার করে। অজৈব রাসায়নিক তথা বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগে উৎপাদিত সবজি থেকে জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বেশি হয়। এসডিআই'র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে কৃষকদের নিরাপদ সবজি উৎপাদন একটি আলোর ঈশারা।

এসডিআই'র কর্মএলাকার ভেতরে এবং বাহিরের বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন:- শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবি, সুশীলসমাজ, সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসডিআই'র সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূল সহযোগী উদ্যোক্তা যারা প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়।

অঞ্জন কুমার দেব (এফসিএ)

স্বত্বাধিকারী, দেব এন্ড কোং, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য - সুস্থ জীবন, ধানমন্ডি লেকপাড়।

নিরাপদ সবজিকে জনপ্রিয় করার জন্য সুস্থ জীবন ও এসডিআই এক সাথে কাজ করছে। আশা করি আমাদের অনুপ্রেরনা অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতে আরও মনোমুগ্ধকর ভাল কিছু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

খোকন চন্দ্র আইন

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সহ-সভাপতি সুস্থ্য জীবন, ধানমন্ডি লেকপাড়।

এসডিআই'র বিষমুক্ত (নিরাপদ) সবজি ধামরাই থেকে এনে খেয়েছি। এই সবজি বাজার থেকে কেনা সাধারণ সবজি থেকে স্বাদ ও গুণে আলাদা। এসডিআই'র সংগঠিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা সমন্বিত বালাইনাশক (জৈব) ব্যবহার করে যে সবজি উৎপাদন করছে তা ব্র্যান্ডিং করা অর্থাৎ একটি নাম, একটি লোগো দিয়ে সুন্দর করে বাজারজাত করা আবশ্যক।

চিত্ত মজুমদার

বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- মজুমদার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সুস্থ জীবন।

এসডিআই প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করে, জৈব বালাইনাশক সার যুক্ত সবজি উৎপাদনে সার্বিক সহযোগীতা দিয়ে আসছে এবং উক্ত সবজি প্রান্তিক কৃষক থেকে সংগ্রহ করে বাজারজাত করে আসছে। এ উদ্দ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

অসীম কুমার বালা

যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সামগ্রিক ও সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কৃষি তথা শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের অধিক ও নিরাপদ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন এ ধারা যোগ করেছে এসডিআই। এসডিআই-এর কর্ম প্রচেষ্টায় একদিকে কৃষক লাভবান হচ্ছে, তেমনি ক্রেতা পাচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত বিষমুক্ত কৃষিপণ্য।

শ্যামল কুমার সিংহ

যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এসডিআই যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রসংশনীয়।

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এসডিআই'র এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হবে বলে আমি আশা করি। ভেজাল খাদ্যের মিছিলের মাঝে সংস্থাটির নিরাপদ সবজি ও খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম

ডেপুটি ডিরেক্টর, উদ্যানতত্ব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূরীকরণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এসডিআই-এর নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি। এসডিআই-এর এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল দৃষ্টান্ত যার উত্তরোত্তর ভবিষ্যত সফলতা কামনা করছি।

আমিরুল ইসলাম

সহকারী ম্যানেজার, আগোরা

জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিরাপদ সবজি ও খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন কার্যক্রম এসডিআই'র একটি মহতী উদ্যোগ। এ সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মহতী উদ্যোগের জন্য আমি এসডিআইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন খোকন চন্দ্র আইন, চিত্তমজুমদার, বিএডিসি'র ডেপুটি ডাইরেক্টর ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম সচিব অসীম কুমার বালা, শ্যামল কুমার সিংহ, যুগ্ম সচিব আমিরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট নাগারিকবৃন্দ।

বিষমুক্ত সব্জী ভোক্তাতাদের প্রতিক্রিয়া

- নিরাপদ সব্জীতে ২/৩ দিন পরেও রঙ ঠিক থাকে।এরপর পচন ধরে
- সব্জি কোটার সময় তাজা সব্জির ঘ্রাণ পাওয়া যায়
- কোটার সময় সবজির নমনীয়তা বোঝা যায় ও সহজে কোটা যায় ।
- স্বাাভাবিক ও সুস্বাাদু
- কম সময়ে সিদ্ধ হয়। সব্জির রঙ ঠিক থাকে।

ডা: গীতশ্রী বালা প্রামাণিক, হোমিও চিকিৎসক, কলাবাগান, ঢাকা

নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনকারী খামারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সবজি ও প্রাণিজ আমিষ পণ্য উৎপাদনে এসডিআই-এর কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, "নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি, সুস্থ সবল মেধাবী জাতি এটা এসডিআই-এর শ্লোগান। এই থিম নিয়ে এসডিআই তার কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।" সর্বশেষ তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, প্রত্যাশা পুরণে একদিন আমরা সফল হব।

প্রধান অতিথি চিত্র নায়ক ফারুক তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, কৃষক ভাইদের সাথে মত বিনিময় করা আনন্দ ও গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, কৃষক ভাইদের সাথে আলোচনা অতি জরুরী। কেননা তারা উৎপাদন করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে। এবং তারাই আমাদেরকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যের কালো থাবা মুক্তি দিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এক্ষেত্রে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদানে এসডিআই-এর গঠনমূলক ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি বলেন, নিরাপদ সবজী ও প্রাণিজ আমিষের আন্দোলনে সবসময়ে আমাকে পাবেন।

দিলারা ইয়াসমিন বলেন, যে কৃষক আমাদের জন্য নিরাপদ সবজি, মাংস ও খাদ্য উৎপাদন করছে তারা আমাদের গর্ব। তাদের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এসডিআই-এর এই নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীরা সচেতন হবেন এবং আমাদেরকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও ভেজাল খাদ্যেও বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

দিলারা জামান বলেন, ধানমন্ডিতে এসডিআই আয়োজিত সবজি মেলা ও পিঠা উৎসব থেকে নিরাপদ সবজি সংগ্রহ করেছিলাম। সবজিগুলো স্বাদে, গন্ধে ও দেখতে ছিল অন্য সবজি থেকে ভিন্নতর। আমি ও আমার পরিবারের সবাই এই নরম ও সুস্বাদু সবজি খেয়ে খুবই তৃপ্ত। এই সবজি উৎপাদকদের কাছ থেকে দেখতে পেয়ে, কথা বলতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমি আশা করি এসডিআই-এর কর্মতৎপরতায় কৃষক ভাইগণ নিরাপদ সবজি উৎপাদন অব্যহত রাখবেন।

চিত্রনায়ক ফারুক আহমদের সহধর্মিনী হাজী ফারজানা ফারুক বলেন, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত নিরাপদ সবজি ও পিঠা উৎসব থেকে আমার স্বামীকে বিভিন্ন ধরনের এক ঝুড়ি সবজি উপহার দেয়া হয়। এগুলো আমার কাছে বাজারের অন্যান্য সবজি থেকে দেখতে, স্বাদে, গন্ধে আলাদা মনে হয়েছে। সবজিগুলো খেতে সত্যিই সুস্বাদু।

সভাপতির ভাষনে অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেন, বর্তমানে বাজারে সরবরাহ করা শাক সবজি ফলমূল ও মাংস অধিকাংশই ক্ষেত্রেই উৎপাদিত হয়েছে মানবদেহের জন্য অপকারী রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে। তেমনি প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খাবারে মেশানো হয় মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ও হরমোন।

শুধু তাই নয় এ সমস্ত শাক-সবজি ও মাংস রাসায়নিক পদার্থ নিরাপদ মাত্রায় ক্ষয়ে যাওয়ার পূর্বেই বাজারজাত করা হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বিশ্বব্যাপী এখন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের প্রশ্নটি, অধিক উৎপাদনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিরাপদ শস্য ও আমিষ হচ্ছে এ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য। নিরাপদ খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা বিশ্বব্যাপী বেড়ে চলেছে। আর তাই এমন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন লাভজনক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের শহুরে নাগরিকদের মধ্যেও নিরাপদ সবজি ও আমিষ ক্রয়ের সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাই আমি বিশ্বাস করি এসডিআই'র এই উদ্যোগ যথার্থ ও সময়ানুগ হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সেই সাথে গৌরবান্বিত বোধ করছি এ কারণে যে, এসডিআই বিষমুক্ত তথা নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে ধামরাই, সাভার, সিংগাইর হতে। আমি আস্থাশীল এই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ক্রমশ; বেগবান হবে এবং দেশব্যাপী প্রসারিত হবে। এসডিআই'র এই জনস্বাস্থ্য বান্ধব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আমি সাফল্য কামনা করছি।

উল্লেখ্য একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর গ্রামে পিঠা উৎসব। বিকেলে তৈরী নিরাপদ সবজি দ্বারা প্রস্তুতকৃত রকমারী পিঠা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। এ ছাড়া ঐদিন ছিল কৃষকদের মাঠ দিবস। মাঠদিবসে কৃষকগণ তাদের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেন। তাদের সফলতার প্রতিক হিসাবে নিরাপদ সবজি বাগান দেখান। ঐদিন পুরো কার্যক্রমটি বিটিভি'র মাটি ও মানুষ এবং এটিএন বাংলার সোনালী দিন অনুষ্ঠান সচিত্র প্রতিবেদন ধারণ করে। ইতোমধ্যে তা সম্প্রচার হয়েছে ।

'সিপ' প্রোগ্রাম নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করেছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে কয়েকজন ইতোমধ্যে চাকুরি নিয়ে বিদেশে চলে গেছেন। পূর্ব থেকেই ছিল এমন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তাদের অফিস ইতিবাচক মূল্যায়ন শুরু করেছে। অনেকে আবার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ঋণ নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এবং প্রথমবার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা প্রধানত: আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চলেছেন। নারী উদ্যোক্তাগণ যেমন ক্রেতার অর্ডার মোতাবেক পোশাক তৈরি করছেন, তেমনি তৈরি পোশাক স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করছেন। এসব নারীদের একদিকে যেমন পারিবারিক উন্নতি সাধন হচ্ছে, তেমনি তাদের সামাজিক অংশগ্রহণ বেড়ে গেছে।

'সিপ' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সজীব হোসেনকে চলার পথ খুঁজেদিয়েছে

সজীব হোসেন, পিতাঃ মোঃ আনিছুর রহমান, মাতা : বুলবুলি বেগম, গ্রাম: নলাম, পোষ্ট: মির্জানগর, থানা: আশুলিয়া, জেলা : ঢাকা। এসডিআই এর সেইপ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮.০৯.২০১৬ইং হতে ১৫.০৩.২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিসি) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ওয়ার্ক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পরীক্ষায় সে এ+ গ্রেড অর্জন করে। প্রশিক্ষণ শেষে ওয়ালটন কোম্পানীতে তার চাকুরী হয়েছে। চাকুরী পাওয়ায় তার বেকারত্ব ঘুচেছে, চলার পথ খুঁজে পেয়েছে। সজীব হোসেন বলেন, আমার মতো আরো অনেক ছেলে মেয়ে এভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ পথ চলা খুঁজে পাক এবং পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা করুক এটাই আমি প্রত্যাশা করি

কালাম

প্রশিক্ষন শেষে কালাম ও রতন ২৫,০০০ হাজার টাকা বেতনে কাতারে চাকুরি পেয়েছে।

রতন

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কনসালটেন্ট-এর 'মিলিস' প্রকল্প পরিদর্শন

'মিলিস' প্রকল্পের লক্ষ্য জনগণের দোর গড়ায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন পৌছে দেয়া। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ও এনজিও ফোরামেরসহযোগিতায় এই মডেল প্রকল্প ধামরাই উপজেলার সুতিপাড়ায় গত ৬ মাস ধরে পাইলটিং

পৃষ্ঠা ১৫, কলাম ১

নির্বাহী পরিচালকের কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শন

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক কক্সবাজার অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শনে গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ বিকেলে বন্দর নগরী কক্সবাজারে পৌছান। পরদিন, ৩০ ডিসেম্বর, তিনি হোটেল মিশুকে অনুষ্ঠিত ষান্মাসিক আঞ্চলিক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা এবং তা থেকে উত্তরণের পন্থা নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক কক্সবাজার অঞ্চলকে কিভাবে আরো সদস্য বান্ধব করা যায় তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দরিদ্র সদস্যদের মাঝে সহজে দ্রুত সেবা পৌছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৩১ ডিসেম্বর সকালে তিনি রামুতে, ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প পরিচালিত কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন করেন।

পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স এ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ মার্চ, ২০১৭ এসডিআই-এর মিটিং রুমে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স এ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশন-এর সভাপতি এসএম মইনুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। তিনি এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং এ ধরনের আরো সভা করার পরামর্শ দেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর কর্মসূচি পরিচালক আনোয়রুল আজিম এবং উপ পরিচালক মো: কামরুজ্জামান। সভায় এসোসিয়েশন-এর সভাপতি, সম্পাদকসহ মোট ৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বাক-প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুক দিলারা বেগমের দারিদ্র্য জয়

দিলারা বেগমের জন্ম ১৯৭৫ সালের ২০ ডিসেম্বর সন্দ্বীপ উপজেলার হরিশপুর ইউনিয়নের এক অতি দরিদ্র পরিবারে। বাক-প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া দিলারার পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি।

পৃষ্ঠা ১২, কলাম ১

রোকছানা বেগমের সংসারে সমৃদ্ধি এনেছে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচী

সন্দ্বীপ উপজেলার হরিশপুর ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা রোকছানা বেগম। স্বামী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে ৫ জনের একটি সুখী পরিবার।স্বামী মো: নাছিরের প্রধান পেশা সাগরে মাছ ধরা।

কিন্তু রোকছানা বেগমের আগের অবস্থা এমন ছিল না। দারিদ্র্য ছিল তার নিত্য সঙ্গী। হরিশপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৭৮ সালের ৩ ডিসেম্বর তার জন্ম। ইচ্ছে থাকা সত্বেও আর্থিক অনটনের জন্য বেশি দূর পড়াশুনা করতে পারেন নাই, মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। ২০০০ সালে তার বিয়ে হয়। স্বামী নাছিরের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। মৎস শ্রমিক নাছির অন্যের নৌকায় সাগরে মাছ ধরতেন। এতে যা আয় হতো তা দিয়ে কোন রকমে সংসার যাত্রা নির্বাহ হতো। ২০০৩ সালে তার প্রথম মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এরপর আরো ১ মেয়ে ও ১ ছেলে জন্ম নেয়। পরিবার বড় হয়, সংসারের খরচ বাড়ে কিন্তু সে অনুপাতে আয় বাড়ে না। আয় কিভাবে বাড়ানো যায় তা ভাবতে থাকেন রোকছানা ও নাছির। এ ভাবনা থেকেই স্বামীর সম্মতিতে রোকছানা ২০০১৬ এর মে মাসে এসডিআই-এর

পৃষ্ঠা ১২, কলাম ৩

নির্বাহী পরিচালকের বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের দাস পাড়ায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন

গত ২৭.১২.২০১৬ তারিখে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক ও সহকারী পরিচালক (সাধারণ) মিজ সোহেলিয়া নাজনিন হক বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের দাস পাড়ায় একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। ক্লিনিকে আগত স্বাস্থ্য কল্যাণ তহবিলের আওতার সদস্যাফিরোজা বেগমকে স্বাস্থ্যবীমা বাবদ ৬৮০০ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। এসময় এলাকার প্রাক্তন ইউপি মেম্বার জনাব মোস্তফাসহ এলাকার গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এসে নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারছেন। এছাড়া প্রেসার ও ডায়াবেটিক রোগী, গর্ভবতী মায়েদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, নেবুলাইজেসন গ্রহণ অনেক সহজ হয়েছে। গ্রামে একজন ডাক্তার দেখাতে গেলে অনেক দুরে গিয়ে ৩০০ হতে ৪০০ টাকা ভিজিট দিতে হয়। প্রজেক্টের ডাক্তার দেখানোর সময় কোন ভিজিট দিতে হয় না। বাড়ীতে এসে ডাক্তার সেবা দিয়ে যায়। তাই স্বাস্থ্য কল্যাণ কর্মসূচি দরিদ্র মানুষের কাছে সুলভে চিকিৎসা পাওয়ার একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।দরিদ্র মানুষের দারগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ায় এর জনপ্রিয়তা ও গহণযোগ্যতা বৃদ্দি পাচ্ছে।

ধামরাইতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অঙ্গিকার

গত ০৭.১০.২০১৬ইং তারিখে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড ধামরাই উপজেলার সূতিপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার (এফটিসি)-এ এসডিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক (CEO), জনাব সামছুল হককে সংবর্ধনা প্রদান করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ধামরাই উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রহমান। সভায় মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, সাংবাদিক, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তাগণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য জনাব সামছুল হক এবং তার সংস্থা এসডিআই-এর ভূয়শী প্রসংশা করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি ধামরাই তথা দেশের উন্নয়নে আরও বিশেষ ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পৃষ্ঠা ১০, কলাম ১

'সুস্থ জীবন' এর বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

সুস্থ সমাজ ও জাতিগঠনে প্রতিশ্রুতিশীল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'সুস্থ জীবন'ও এসডিআই যৌথ ভাবে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ধানমন্ডী লেকভিউস্থ 'সুস্থ জীবন' কর্নারে পহেলা বৈশাখ এক 'শুভেচছা বিনিময়' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় দিক হল সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিগণের সন্তানদের কবিতা, গান, কৌতুক পরিবেশন।

পরে প্রতিযোগীদেরকে আকর্ষণীয় পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া পঞ্চ খিচুড়ি ও ঘিয়ে ভাজা লুচি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক পান্তা ঈলিশ খাওয়া থেকে বিরত থাকা হয় ।

এসডিআই'র ক্রেডিট অফিসারদের "ঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক" প্রশিক্ষণ

গত ১৬-১৮ জানুয়ারী, ২০১৭ সুতিপাড়া, ধামরাই, ঢাকায় অবস্থিত 'ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার (এফটিসি)'র হল রুমে সংস্থার ক্রেডিট অফিসারদের "ঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক" এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্থার ৮ টি অঞ্চল হতে ৩৭ জন ক্রেডিট অফিসার ৩দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ সমাপনীতে এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

ধামরাইতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অঙ্গিকার

নবম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর পক্ষ হতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানগণ জনাব সামছুল হককে সম্মাননা স্বারক প্রদান করেন। জনাব সামছুল হক বলেন প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সন্তানই গর্বিত সন্তান। তাই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা সন্তান পেশার পাশাপাশি প্রথমেই নিজের গ্রামের জন্য কিছু ভাল কাজ করবে। যেমন এক বছরের পরিকল্পনা করে একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ২ জন মাদক আসক্তকে ঝুকিপুর্ণ পথ হতে ফিরিয়ে নিতে পারে, ৫ জন স্কুল শিক্ষার্থীকে ক্লাসের পড়া প্রস্তুত করে দিতে সহায়তা করতে পারে, যাদের আর্থিক ভাবে সামর্থ আছে তারা একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ৫/১০ বছরের বৃত্তি দিতে পারে, ক্লাসের বই কিনে দিতে পারে ইত্যাদি। এ কথার প্রেক্ষিতে সকল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানই এক বছরের জন্য প্রত্যেকে ভাল কাজের কমিটমেন্ট দিয়ে যান যা নিম্নরূপ:

মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের নাম	পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিধারিত গ্রাম	পরিকল্পিত কাজের নাম (পরিকল্পনা সময় ১ অক্টোবর -২০১৬ হতে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭)
মাসুদুর রহমান (বাবুল)	সূতিপাড়া ও শ্রীরামপুর	"মাদক প্রতিরোধ সামাজিক আন্দোলন" একটি কমিটি গঠন করবে আগামী ১ বছরে ১০ জন ছেলে-মেয়ের মাদকাসক্তি থেকে ফিরেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।
তানিয়া আক্তার	সাহাবেলিশ্বর	১০ জন দাম্পতিকে ছোট পরিবারের জন্যে পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সচেতন ও বাস্তবায়ন
মো আলী লিটন	সাহাবেলিশ্বর	১০ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
মো জামান	সাহাবেলিশ্বর	১০ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আবু নাছির ইকবাল সোহাগ	কুশুরা গুচ্ছ গ্রাম	১০ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
মোঃ মানোয়ার হোসেন	ঈশান নগর	২ জন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
এ্যাডঃ মোবারক	চৌহাট	কর্মজীবনে আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি আজীবন ধামরাইর দারিদ্রদের আইনের সহায়তা দিবেণ।
মোঃ জাহিদুর	ঘোড়াকান্দা	"মাদক প্রতিরোধ সামাজিক আন্দোলন" নামে একটি কমিটি গঠন করবে। আগামী ১ বছরের ১০ জন ছেলে-মেয়ের মাদকাসক্তি থেকে ফিরেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।
উর্মি আক্তার	সূতিপাড়া	২ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
মোঃ ছানোয়ার	ধাইড়া	৫ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা গ্রহন ফিরেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।
মোঃ মুকুল	ধামরাই পৌরসভা	"মাদক প্রতিরোধ সামাজিক আন্দোলন" নামক একটি কমিটি গঠন করবে । আগামী ১ বছরের ৮ জন ছেলে মেয়ের মাদক সক্তি থেকে ফিরেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।
সেলিম	কুশুরা	"মাদক প্রতিরোধ সামাজিক আন্দোলন" নামক একটি কমিটি গঠন করবে। আগামী ১ বছরের ১০ জন ছেলে-মেয়ের মাদকাসক্তি থেকে ফিরেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা অনেক সভা করেছি কিন্তু আজকের সভাটি পুরোপুরি অন্য রকম। যেখানে প্রত্যেকেই ১ বছরের পরিকল্পনায় কিছু ভাল কাজ হাতে নিয়ে গেলাম। আশারাখি পরিকল্পনা ১০০% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ ধরনের একটি পরিকল্পনা সাজানোর উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা সম্মানীয় ব্যক্তি, ধামরাই উপজেলার কৃতি সন্তান জনাব সামছুল হককে আন্তরিক সাধুবাদ জানান।

এফটিসি, ধামরাই-এ ধানমন্ডী লেক কেন্দ্রিক 'সুস্থ জীবন' এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ধানমন্ডী লেক কেন্দ্রীক সুস্থ জীবন এর বার্ষিক সাধারণ সভা ধামরাইয়ের সুতিপাড়ায় অবস্থিত। এসডিআই এর এফ.টি.সি. তে অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে। প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা চিত্রনায়ক ফারুক। বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিনয় শিল্পী দিলারা জামান, চিত্রশিল্পী দিলারা ইয়াসমিন, জনাব ফারুক এর সহধর্মিনী ফারহানা ফারুক।

বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মিঃ বিভুতি ভুষন সাহা এফসিএ, সহ সভাপতি সুস্থ জীবন, মিঃ খোকন চন্দ্র আইন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সহ সভাপতি সুস্থ জীবন, মি অসীম কুমার বালা, যুগ্ম সচিব, মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুস্থ জীবন, মিঃ চিত্ত মজুমদার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও মজুমদার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুস্থ জীবন। বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নিখিল রঞ্জন দাস ও আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কোষাধাক্ষ্য নিতাই সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুস্থ জীবন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইনজিনিয়ার গোলাম মর্তুজা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিঃ জাকির হোসেন।

এজিএম শেষে সুস্থ জীবন এর পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর গ্রামের হতদরিদ্র আব্দুর রশিদকে একটি গরু উপহার দেয়া হয় ।

বিশ্বআবহওয়া দিবস-২০১৭ উপলক্ষে 'আবহাওয়া ও সংস্কৃতি' বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত

গণমানুষের মাঝে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচিতি সম্প্রসারণ, আবহাওয়া সেবা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরীয় মিলনায়তনে গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে বরেণ্য গুণীজনদের নিয়ে আবহাওয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলাপচারিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম, আইনজীবি, খামারী, সংগীতসহ বিভিন্ন সেক্টরের বরণ্যেজন এ আলাপচারিতায় অংশ গ্রহণ করেন। অধিদপ্তরের পরিচালক সামছুদ্দিন আহমদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পর মেঘমালা সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শণ করা হয়। তারপর শুরু হয় আমন্ত্রিত বরেণ্য গুণীজনদের বক্তব্য। আমন্ত্রিত গুণীজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। তিনি বলেন, আমরা এগিয়ে চলেছি। উন্নত সেবা দানের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যাওয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা চিত্রনায়ক ফারুক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আবহাওয়া ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের জীবন আবহাওয়া ও সংস্কৃতির বাহিরে নয়। উন্নত সেবা দানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আবহাওয়া অফিস ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। এসডিআইয়ের সিইও সামছুল হক বলেন, কৃষি, কৃষক ও আবহাওয়া একইসূত্রে গাঁথা। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের সম্পৃক্ত করে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব করেন। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি স্বল্প দৈর্ঘ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শণ, পথ নাটক, নাটিকা, পুতুল নাচ, জারিসারি গান ও নানা রকম বিনোদনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রস্তাব রাখেন। ইফাজ তাহিয়া এগ্রোফার্ম লিঃ এর এমডি খামারী ও আইনজীবি এ.আর.খান রানা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, খামারীদের আবহাওয়া জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ধরনের অনুষ্ঠানে তিনি খামারীদের সম্পৃক্ত করণের প্রস্তাব রাখেন।

আরও বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. ইনামুল হক, প্রখ্যাত অভিনেত্রী জাহানারা আহমেদ, ফুটবল তারকা কায়সার হামিদ, চিত্রনায়িকা দিলারা ইয়াসমিন, প্রাক্তন পরিচালক হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক আরজুমান্দ হাবিব প্রমূখ। আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও আধুনিকায়ন হওয়ার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন বক্তাদের অনেকে। আলাপচারিতার মধ্যে হারানো দিনের সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ আতিকুর রহমান। আতিকুর রহমানের পরিবেশিত গান অনুষ্ঠানে নতুন প্রাণের সিঞ্চন জোগায়। অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অধিদপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আশাবোন মডেল স্কুলের মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ধামরাই উপজেলার নান্নার ইউনিয়নের গোপাল কৃষ্ণপুর গ্রামে আশাবুন মডেল স্কুলের মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ই মার্চ ২০১৭ তারিখে। প্রধান অতিথি ছিলেন এসডি আই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন নান্নার ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়। গ্রামের মহিলাদের জন্য 'সতীনের ছেলে কার কোলে' ইত্যাদি মজার খেলা/ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্কুল কতৃপক্ষ অতিথিদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালকের কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

ক্লাবের সদস্যরা নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে বরণ করেন। তারা মনোমুগ্ধকর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। নির্বাহী পরিচালক কিশোরীদের সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্য ও বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অপুষ্ট শিশু ও গর্ভবর্তী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সব শেষে তিনি ক্লাবের সদস্যদের বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ করতে ১টি করে লেবু ও সজিনার চারা রোপন করেন।

বিকেলে তিনি সোনারপাড়া শাখার কেয়া মহিলা সমিতি এবং ইউপি সদস্য কামরুনাহার এর ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প সম্পর্কে খোজ খবর নেন। কামরুন্নাহার নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকার আচার যেমন বড়ই, আমড়া, তেতুঁল ইত্যাদি আচার উৎপাদন করে থাকেন। কামরুন্নাহার কলা ও পেঁপেও আবাদ করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক কামরুন্নাহারকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করে তাকে সকল প্রকার সহায়তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

বাক-প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুক দিলারা বেগমের দারিদ্র্য জয়

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

১৬ বছর বয়সে বর্গাচাষী ও দিনমজুর আবুল বাশারের সাথে বিয়ে হয়। এ বিয়ে মাত্র ৯ মাস টিকে থাকে। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেরকটি বিয়ে করে। সর্বস্বান্ত দিলারা বিধবা বোনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কাজের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান দিলারা, কিন্তু বাক-প্রতিবন্ধিকে কেউ কাজ দিতে রাজী হয়নি। অন্য কোন উপায় না দেখে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবন ধারনের উপায় হিসেবে বেছে নেন দিলারা। তবে এ পেশা থেকে বের হতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সহযোগিতার অভাবে এ পেশা থেকে বের হতে পারেন নি। এ অবস্থায় সাহার্য্যের হাত বাড়িয়ে দেয় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি।

পুনর্বাসন ব্যয় নিম্নরূপঃ

১. গোয়াল ঘর তৈরী ও মেরামত	- ২৪,২৭২/- টাকা
২. বাছুরসহ ১টি গাভী ও ১টি বকনা বাছুর	- ৭১,০০০/- টাকা
৩. খড় ও অন্যান্য খাবার ক্রয়	- ৪,৭১০/- টাকা

'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় তাকে দুধের গাভী প্রদান করা হয়। গোয়াল ঘর তৈরি করে দেয়া হয়। এবং খাবার ক্রয় করতে নগদ টাকা দেয়া হয়।

বর্তমানে দিলারা বেগম ৩টি গরুর মালিক এবং প্রতিদিন ২.৫ লিটার দুধ বিক্রি করে থাকে। তাছাড়া কয়েকটি মুরগীও আছে তার। সব মিলিয়ে অনেক ভাল ভাবেই চলছে দিলারা বেগমের সংসার। সমাজের মানুষজন তাঁকে গুরুত্ব দিতে শুরু করছে। সমাজের বিভিন্ন কমিটিতে এখন তাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে ।

পুনর্বাসন কমিটি ও এসডিআই কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তাঁদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। গাভী পালনে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়।

দিলারা বেগম এখন সমাজের মুলস্রোতের একজন। এই পরিবার দেখলে বুঝার উপায় নেই যে, আগে অন্যের বাড়িতে সাহায্যের হাত না পাতলে চুলায় আগুন জ্বলতো না, পেটে জুটতোনা ভাত। 'সমৃদ্ধি' তার বেচে থাকা এবং সংগ্রামী জীবনকে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

কিশোরী ক্লাব, ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প

১৬ পৃষ্ঠার পর

ক্লাবগুলোতে ছোট একটি লাইব্রেরী থাকে। সেখানে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক বই ছাড়াও বিভিন্ন আদশিক বইসহ খেলাধুলার সামগ্রী থাকে যা তাদের মেধা বিকাশে ও আদর্শ মানুষ হওয়ার গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা প্রত্যেকে নিজের পরিবর্তনেরমাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনতে চায়। তারা প্রথমে তাদের পরিবারের সদস্যদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, শিশু শিক্ষা, বাল্যবিবাহের কুফল প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা করার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সচেতন করে থাকে।

অনেক কিশোরী ক্লাবের মধ্যে রামু চয়ন কিশোরী ক্লাবটি রামু শাখার মিঠাছড়ি ইউনিয়নে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই ক্লাবে ২৮ জন সদস্য রয়েছে। এই পাহাড়ে অশিক্ষা ও বাল্য বিবাহ একটি সাধারণ বিষয় ছিল। বর্তমানে এই গ্রামে প্রত্যেক শিশু স্কুলে যায়।এই ক্লাবের সহযোগিতায় একজন কিশোরী বাল্য বিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। সকল সদস্য একত্রিত হয়ে এলাকার মেম্বারকে নিয়ে মেয়ের অভিবাবকদেরকে বাল্য বিবাহের কুফল ও সরকারের আইনের কথা বললে তারা বিয়ে বন্ধ করে দেয়।

সদস্যরা প্রতি মাসে ১০ টাকা করে সঞ্চয় করে। এই টাকা দিয়ে তারা বিভিন্ন বই কিনে থাকে। ২০১৭ সালে চয়ন উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সঞ্চয় ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় অসহায় একজন ছাত্রীকে হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিকী (র.) ইনিষ্টিটিউট এ ভর্তি করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের বাড়ীর পাশে একটি করে সবজি বাগান করেছে। তারা তাদের পাহাড়ী গ্রামকে একটি পুষ্টি গ্রামে পরিণত করতে চায়। এসডিআই নির্বাহী পরিচালক তাদের মাঝে লেবু ও সজনে চারা বিতরণ করে তাদের এই পুষ্টি গ্রামের উদ্বোধন করেন। ক্লাবকে একটি মডেল ছাগলের খামার উপহার হিসাবে প্রদান করা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন খেলার সামগ্রি প্রদান করেন। বর্তমানে তারা একটি সবজি খামার ও ছাগলের মডেল খামার পরিচালনা করছে। ভবিষ্যতে তারা এই খামার ও ফান্ডের সঞ্চয় দিয়ে অসয়হায় দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নে কাজ করতে চায়।

রোকছানা বেগমের সংসারে সমৃদ্ধি এনেছে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচী

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

টিয়া সমিতিতে ভর্তি হন।

কিছু দিন সঞ্চয় করার পরে ১ম দফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ২টি ছাগল ক্রয় করেন। শুরু হয় রোকছনা বেগমের দারিদ্র্য জয়ের সংগ্রাম। ২০১২ সালের জুন মাসে এসডিআই-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি থেকে যখন হরিশপুর ইউনিয়নে আইজিএ ঋণ প্রদান করা হয় তখন রোকছানা বেগম ১১.০৬.২০১৬ ইং তারিখে ৮০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি মাছ ধরার নৌকা ক্রয় করেন। এতে কিছুটা হলেও সংসারে সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে। ২য় দফায় ১,০০,০০০/, ৩য় দফায় ১,৩০,০০০/- টাকা, ৪র্থ দফায় ১,৩০,০০০/- টাকা ঋণ নেন তিনি। এবং সর্বশেষ ১৫.০২.২০১৬ইং তারিখে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন গাভী ক্রয়ের জন্য। রোকছানা বেগমের বর্তমান সম্পদ হলো ৩টি গরু, ৯টি মুরগী, ও ২টি হাঁস। তাছাড়া ২০ কড়া জমি ক্রয় করে তাতে ঘর তুলে বসবাস করছেন। পরের বাড়ীতে নয়, নিজ বাড়ীতে বসবাস করছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের মুখে তুলে দিতে পারছেন মানসম্মত খাবার। সব মিলিয়ে অনেক ভালভাবেই চলছে রোকছানা বেগমের সংসার। ফলে সমাজের মানুষ তাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

মোঃ হযরত আলীর ইন্তেকাল

আমরা এসডিআই পরিবার অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের সূতিপাড়া শাখার সহযোগী তৃণমূল সদস্য সফল উদ্যোক্তা মোঃ হযরত আলী (সাবেক মেম্বার), গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে রাত ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর।

২০০৮ খ্রিঃ হতে এসডিআই'র সূতিপড়া শাখার জাগরণ পূরুষ সমিতি শ্রীরামপুর-এর সদস্য মরহুম হযরত আলী একজন সফল উদ্যোক্তা সদস্য ছিলেন। তিনি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সামছুলক হক সাহেবের সহপাঠী ও বন্ধুবর ছিলেন। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান প্রসংশনীয়।

তাঁর নিকট ঋণ সংস্থার পাওনা ৮,৫৩,৩২০ (আট লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার তিনশত বিশ) টাকা - যা ১০০% মওকুফ করা হয়েছে। নিরাপত্তা তহবিলে তাঁর হিসাবে সংস্থায় জমা আছে ৩,৪৮০ (তিন হাজার চারশত আশি) টাকা। সংস্থা নিরাপত্তা তহবিল সহায়তা হিসেবে আসলের ৬ গুন টাকা সদস্য ইন্তেকাল বা বিশেষ স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। সে মোতাবেক নিরাপত্তা তহবিল হতে তাঁকে মোট প্রদান করা হবে ২০,৮৮০ (বিশ হাজার আচশত আশি) টাকা। এছাড়া মৃত দাবী বাবদ সংস্থা হতে প্রদান করা হবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা।প্রসংগত উল্লেখ্য যে কোন সদস্য'র জীবনাবসান বা অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর যেন তাঁকে ঋণের বোঝা বইতে না হয় এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যাতে কিছুটা হলেও আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে তাঁর জন্য সংস্থার এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলা সেবাসমূহ রয়েছে।

শোক বার্তা

মোঃ হযরত আলী গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে রাত ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালীন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। আমরা এসডিআই পরিবার মোঃ হযরত আলী (সাবেক মেম্বার)-এর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাভিভূত। মরহুম হযরত আলী ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী অত্যন্ত বিনয়ী, সৎ, নিষ্ঠাবান, অতিথি পরায়ন এবং পরপোকারী সকলের প্রিয় একজন মানুষ। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অবসর সময়ে নিবিড়ভাবে কাজ করে গেছেন। মরহুম হযরত আলী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে আমার আমার সহপাঠী ছিলেন। আজ বন্ধুবর মরহুম হযরত আলী'র কথা খুব মনে পড়ছে। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব চিরদিন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে।

সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই

আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী এসডিআই মানিকগঞ্জ অঞ্চলের ঘিওর শাখার এম.ই সুপারভাইজর মি. শহিদুল ইসলাম (আইডি নং-০৪১০) গতকাল ৩০.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সকালে আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটে ঘিওরে রোড এক্সিডেন্টে মারা যান (ইন্না লিল্লাহে..... রজিউন)। তার মৃত্যুতে আমরা, সংস্থার সকলেই গভীরভাবে শোকাহত। আমরা মরহুম শহিদুল ইসলাম-এর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি। সাংস্থার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তৃণমূল পার্টনারদের পক্ষে-

মো: আবু বকর সিদ্দিক,

উপ-নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই

শোক বার্তা

আমাদের দীর্ঘদিনে সহকর্মী এসডিআই সীতাকুন্ড অঞ্চলের ফৌজদারহাট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মি. আশরাফুল আলম (আইডি নং-০৩৫২) চট্টগ্রাম সিটি গেটের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন (ইন্না নিল্লাহে..... রজিউন)। এ দুঃসংবাদ শুনে আমরা সংস্থার সকলেই গভীরভাবে শোকাহত। আমরা মরহুম আশরাফুল আলম-এর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

সামছুল হক,

নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই

কেস ষ্টাডি
আওলাদ মিয়া এখন আর ভিক্ষা করেন না

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় চরজাবরা গ্রামে মোঃ আওলাদ মিয়া জন্ম গ্রহন করেন। জন্মগত ভাবে দৃষ্টি শক্তিহীন আওলাদ মিয়া অন্য দশটি শিশুর মতো নয়নের আলো নিয়ে পৃথিবীতে আসেন নি। তারা ৫ ভাই ২ বোন। ছোট বেলা হতেই দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে আওলাদ মিয়া বড় হয়েছে। দুবেলা ঠিকমত খাবার মিলত না। বাবা মারা গেলে পুরো পরিবারের দায়িত্ব আওলাদ মিয়ার কাধে চলে আসে। এ অবস্থায় তার সব ভাই আলাদা হয়ে গেলে দৃষ্টিহীন আওলাদ মিয়া দিশেহারা হয়ে পড়ে। শুরু হয় মা ও বোনদের নিয়ে আওলাদ মিয়ার বেচে থাকার লড়াই। ধীরে ধীরে তার ২টি বোনই বিবাহের উপযুক্ত হয়ে উঠে। কষ্টের মাঝেও আওলাদ মিয়া তার বোনদের বিবাহ সম্পন্ন করে। বোনদের বিবাহ সম্পন্ন করার পর আওলাদ মিয়া তার মাকে নিয়ে কোন রকম জীবন যাপন করছিল। একদিন হঠাৎ করে তার মা পরলোকগমন করেন। তার মা মারা যাওয়ার ফলে অন্ধ আওলাদের পক্ষে একা একা রান্না করে খাওয়া এবং থাকা অনেক সমস্যা হচ্ছিল। এতো সমস্যার কথা বিবেচনা করে আওলাদ মিয়া নিজ গ্রামের নাছিমা আক্তার কে বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েক বছর পরে আওলাদ মিয়ার ঘরে আসে তার সন্তান। তার সংসারের খরচ বেড়ে যায়। সংসার পরিচালনায় আওলাদ মিয়া হিমসিম খেতে থাকে। এদিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি থাকার কারণে তিনি কোন কাজে নিয়োজিত হতে পারছেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোন উপায় না পেয়ে আওলাদ মিয়াকে জীবন ধারন হিসাবে বেছে নিতে হয় ভিক্ষাবৃত্তি। ফলে মানুষের নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে সংসার চালনা করাটাই তার এক মাত্র উপায় হিসেবে দাড়ায়। অসম্মানজনক পেশা বোঝার পরও বাধ্য হয়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়। বার বার বেরিয়ে আসতে চাইলেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে এই পেশা হতে বেড়িয়ে আসতে পারেন নি।

ভিক্ষাবৃত্তির মতো সামাজিক ব্যাধি দুর করার জন্য পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এসডিআই। তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পূনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য পরিবার বাছাই এবং পুনর্বাসন পরবর্তী সার্বিক তত্ত্বাবধান করার জন্য সমৃদ্ধির পুনর্বাসন নীতিমালার আলোকে একটি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সার্বিক যাচাই বাছাই করে আওলাদ মিয়ার পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য মনোনীত করে। উক্ত কমিটি কর্তৃক আওলাদ মিয়াকে পুনর্বাসন কার্যক্রমের সকল শর্ত ও প্রক্রিয়া অবহিত করেন এবং তাকে উক্ত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তিনি মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া ছেড়ে নিজে ও নিজের পরিবার মিলে কিছু একটা করবেন বলে জানান।

গাভী ক্রয় ১টি -	৮৩,০০০/-
ঘর নির্মান ১টি -	১০,০০০/-
গাড়ী ভাড়া -	২,৩৭৫/-
গাভীর খাদ্য ক্রয়-	৩২১৫/-
মোট:	১,০০০০০/-

আওলাদ মিয়া নিজের পরিবারের সাথে কথা বলে গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেন এবং তার এলাকায় গাভী পালনের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আওলাদ মিয়ার স্ত্রী জানান তিনি এবং তার পরিবার গাভী পালনে সাহায্য করবেন। সবদিক বিবেচনা করে এসডিআই আওলাদ এবং তার পরিবার একমত হয়ে একটি গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী এসডিআই পুনর্বাসন পরিকল্পনা পিকেএসএফ এ প্রেরন করে। পূনর্বাসনের জন্য নিম্ন রূপে অর্থ ব্যয় করা হয়। ২০১৬ এর জুন মাসে তাকে গাভী প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ইং মাসের ২৮ তারিখ পর্যন্ত তার গাভীর দুধ বিক্রির টাকার পরিমান ২০০৫৬/- (বিশ হাজার ছাপ্পান্ন) টাকা। গাভীর দুধ বিক্রির সঞ্চয়ের টাকা এবং নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে আওলাদ মিয়া আরও একটি গাভী কিনেন। তাকে পিকেএসএফ থেকে যে গাভী প্রদান করা করা হয় সে গাভী বর্তমানে গাভীন। আওলাদ মিয়ার বড় ছেলে বর্তমানে বাদাম বিক্রির কাজে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস মুরগী খামার তৈরী করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ২৮ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তার সঞ্চয় জমা হয়েছে মোট ৩০০০/- টাকা।

সব মিলিয়ে আওলাদ মিয়ার সংসার এখন ভালো ভাবেই চলছে। আওলাদ মিয়া এখন সমাজের মুল স্রোতের একজন। স্বপ্ন দেখে সন্তানদের শিক্ষিত করার।

এই পরিবার দেখে বুঝার উপায় নাই ৬ মাস আগেও তারা অন্যের বাড়িতে সাহায্যের হাত না পাতলে চুলায় আগুন জ্বলতোনা। যদি একজন ভিক্ষুককে তার ভবিষ্যৎ বংশধরনের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় তবে ভিক্ষুকদের সফল পুনর্বাসন সম্ভব। এমন দৃষ্টান্ত রাখল সমৃদ্ধি কর্মসূচি । সমৃদ্ধি তার বেচে থাকা এবং সংগ্রামী জীবনকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

ধামরাই কালামপুরে মে দিবস পালিত

১৬ পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা ২০ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব এম.এ মালেক। সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক (সিইও) আলহাজ্ব সামছুল হক অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের পক্ষ হতে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শ্রমিক নিরাপদ কর্মস্থল ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মালিক ও সরকারের প্রতি দাবী জানান। শ্রমিকগণও তাদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই দিনে সংশ্লিষ্টদের দাবী জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব এম.এ মালেক বলেন, শ্রমিক ভাই-বোনদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি সবসময় তাদের পাশে আছেন এবং থাকবেন। তিনি বলেন শ্রমিক ও মালিকদের ঐক্য ও ধামরাইকে পরিবেশবান্ধব নিরাপদ শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য এ বছরের আগামী নভেম্বর ডিসেম্বর মধ্যে শিল্প কারখানার মালিকদের সাথে একটি কর্মশালা করবেন।

সভাপতির বক্তব্যে এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এমপি মহোদয়ের মালিক শ্রমিক নেতাদের ঐক্য জোরদার করার কর্মশালার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ধরনের একটি সুচিন্তিত আগ্রহের জন্য এমপি মহোদয়কে সাধুবাদ জানান এবং কর্মশালা আয়োজনে এসডিআই সম্পৃক্ত থাকতে পারলে আমরা গর্বিত হব।

কেস স্টাডী- স্বাস্থ্য কল্যাণ, সীতাকুন্ড অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

চাহিদা জরিপে দরিদ্র মানুয়ের স্বাস্থ্যহানি ও সম্পদ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য কল্যাণকার্যক্রম একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। অমাদের দেশের বীমার প্রিমিয়াম হার বেশী এবং তারা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নিয়ে কাজ করে। ফলে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী মূল স্রোতধারার বীমা সেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে এসডিআই- স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি চালু করে। এই স্বাস্থ্য সেবা একটি অংশ হচ্ছে স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্যএম। এতে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবার বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বিশেষ করে দূর্ঘটনা, মাতৃস্বাস্থ্য অসুস্থতা ইত্যাদি স্বাস্থ্য কল্যাণ সেবাসেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।

এসডিআই সীতাকুন্ড অঞ্চলে কুমিরা শাখায় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্যএম অত্র এলাকার দরিদ্র মানুষের কাছে তাদের স্বাস্থ্যহানি ও সম্পদ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি কার্যকর পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এসডিআই- স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির এই স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্যক্রম কয়েকটি স্তরে দরিদ্র মানুষদের সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন সমিতিতে ডাক্তার প্রতিদিন বিভিন্ন সচেনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সাধারণ রোগের কারণ ও এর প্রতিকার পাওয়ার বিষয় ধারণা দেওয়া ও প্রাথমিক সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দরিদ্র মানুষ তাদের চিকিৎসা সামর্থ্য অপ্রতুল হওয়ায় তারা উন্নত সেবা হতে বঞ্চিত হয়। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষে প্রত্যেক মাসে দুইটি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক করা হয়। এ পর্যন্ত ৬৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্লিনিকে একজন এমবিবিএস ডাক্তার অথবা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ২৩০২ জন সদস্যাকে স্বাস্থ্য সেবা দেওয় হয়েছে। এছাড়া এই বীমার আওতায় আওতাভুক্ত সদস্যগণ নিজে ও তার পরিবারের ৪জন সদস্য বীমা সুবিধা পেয়ে থাকে। বীমার আওতাভুক্ত সদস্যদের সেবা দেওয়ার পাশাপাশি যদি কোন সদস্যকে স্যাটালাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হয়, তবে তাকে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট ক্লিনিকে রেফার করা হয়। কোন সদস্য বা তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে এই বীমার আওতায় প্রথম দিন ব্যতীত পরবতী প্রত্যেক দিনের জন্য নিদিষ্ট হারে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। বর্তমানে ২৩৬ জন সদস্য স্বাস্থ্য কল্যাণকার্যক্রমের আওতাভুক্ত। এর মধ্যে ১০ জন সদস্য হাসপাতাল স্বাস্থ্য কল্যাণ সুবিধা পেয়েছেন। স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অসুস্থতার জন্য সঠিক জায়গায় উন্নত সেবা পাচ্ছে ।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কনসালটেন্ট-এর 'মিলিস' প্রকল্প পরিদর্শন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

চলছে। প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় স্যানিটেশন ব্যবসায়ীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী ও স্থাপনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষিত ৪০ জন ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী ও বসানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ওয়াল্ড ব্যাংক এর কনসালটেন্ট মিজ উম্মে ফারওয়া ডেইজী শ্রীরামপুর জেলেপাড়া, নওগাও সমিতি ও ২টি ল্যাট্রিন তৈরি কারখানা পরিদর্শন করেন। সমিতি সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ওপর ধারণা ও চাহিদা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবে তিনি স্থানীয় ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রকল্পের ওপর ধারণা যথেষ্ট পরিষ্কার নয় বলে মনে করেন। ধারণা পরিষ্কার করতে ১ দিনের একটি ওরিয়েন্টেশন সেশন চালনা প্রয়োজন আছে বলে তিনি পরামর্শ রাখেন।

সরকারি হলো কালাপানিয়া এসডিআই প্রাথমিক বিদ্যালয়

সন্দ্বীপের কালাপানিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড সাগর সংলগ্ন একটি দুর্গম এলাকা। এ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে কোন বিদ্যালয় ছিল না। তবে কর্ড এইড, নেদারল্যান্ড এর সহযোগিতায় এসডিআই-এর উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। দুর্গম এলাকা বিধায় শিশুদের দূরের বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব ছিল না, তাই কেউ পড়াশুনা করত না। এলাকাবাসীর অনুরোধক্রমে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় কালাপানিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে ০১.০১.২০০৮ তারিখে "কালাপানিয়া এসডিআই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় মেম্বার মোঃ ফারুক, এসএম বোরহান, ডা. মোঃ মোজাম্মেল এবং এসডিআই কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ হোসেন, মোঃ কামাল হোসেন সক্রিয় সহযোগিতা করেন। এ লক্ষে ২৭.০২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৪০ শতাংশ জমি বিদ্যালয়ের নামে দানপত্র রেজিস্ট্রি করা হয়। এ এছাড়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমুদয় খরচ এসডিআই বহন করে। ২০১২সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণের ঘোষণা দেন। এর ধারাবাহিকতায় ৬ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি. বিদ্যালয়টি সরকারি হয়।

জানুয়ারি ২০১৭ মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৪০জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে, এর মধ্যে ৮০জন ছাত্রী। শ্রেণী অনুযায়ী বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা:

শ্রেণী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১ম	৮	২২	৩০
২য়	১৩	১২	২৫
৩য়	৮	১২	২০
৪র্থ	৬	৯	১৫
৫ম	৩	৭	১০
শিশু	২২	১৮	৪০
মোট	৬০	৮০	১৪০

বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪জন সহকারী শিক্ষক পাঠদান পরিচালনা করছেন। আশাকরা যায় সরকারিভাবে

১জন প্রধান শিক্ষক খুব শীঘ্রই নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। বিদ্যালয়ের ৪৯ জন ছাত্রী এবং ৪১ জন ছাত্র নিয়মিত সরকারি উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। লেখাপড়ায় ভাল করার সাথে খেলাধূলা এবং শরীর চর্চ্চায়ও ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগী। চলতি বছরে ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের বাৎসরিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২১জন ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার লাভ করেছেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ফলে কালাপানিয়ার একটি অনগ্রসর গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলোতে আলোকিত হচ্ছে।

'সিপ' প্রোগ্রাম নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করেছে

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং সুইস এজন্সি ডেভেলপমেন্ট এন্ড কর্পোরেশন এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার এর স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ) বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ তার পার্টনার সংস্থার মাধ্যমে এ প্রোগ্রাম কার্যকর করছে। এ প্রোগামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসডিআই তার কর্ম এলাকায় এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৬ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৬ জন নারী পুরুষকে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

ধামরাই কালামপুরে মে দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কালামপুর নির্মাণ শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে ১লা মে দিনটির পালন করা হয় প্রথমে কালামপুর-সাটুরিয়া সড়কে র‍্যালী বের করেন। শ্রমিকদের অধিকার সম্মলিত টি-শার্ট পরে প্রায় ৩০০ শ্রমিক। র‍্যালী শেষে কালামপুরস্থ আমানত নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমাবেশে যোগ দেন।

পৃষ্ঠা ১৪, কলাম ৩

কিশোরী ক্লাব, ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প

সূচনালগ্ন থেকেই এসডিআই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিআই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে শুধু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করছে না বরং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে শিশুর মেধা বিকাশ, শিশুদেরকে উজ্জীবিত ও একতাবদ্ধভাবে সংগঠিত করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনে গুরত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করছে। সমাজের

অবহেলিত শিশু কিশোরীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও বাল্যবিবাহ রোধ কিশোরীক্লাবের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয়। উজ্জীবিত সোস্যাল অফিসাররা পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা করে। পাশাপাশি নিজেরাও বিভিন্ন পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা করে থাকে। বড়রা ছোটদের পড়াশুনার খোজখবর নেওয়াসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে। কিশোরী

পৃষ্ঠা ১২, কলাম ১

১৮ পৃষ্ঠার পর

২০১৭ সালে যারা পুরস্কার পেলেন:

ক্রমিক নং	নাম	সমিতির নাম	পুরস্কারের খাত	শাখা	জেলা
১	মোঃ ইন্তাজ আলী	ফালগুনী মহিলা সমিতি	নিরাপদ সবজি চাষ	সূতিপাড়া	ঢাকা
২	সামেলা বেগম	দিগন্ত মহিলা সমিতি	সমন্বিত খামার	সূয়াপুর	ঢাকা
৩	মোঃ আব্দুল কাদের	উপহার মহিলা সমিতি	প্রাকৃতিক সবজি সংরক্ষণাগার	সূয়াপুর	ঢাকা
৪	উনজিলা বেগম	কল্যালী মহিলা সমিতি	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	ধামরাই সদর	ঢাকা
৫	মনোয়ারা বেগম	বৈশাখী মহিলা সমিতি	নিরাপদ পানি	সূতিপাড়া	ঢাকা
৬	মোঃ গোলাম মোস্তফা	জাগরন পুরুষ সমিতি	পোল্ট্রী খামার	সূতিপাড়া	ঢাকা
৭	মোঃ বাছেদ মিয়া	দোয়েল মহিলা সমিতি	বসত ভিটায় সবজি চাষ	শিমুলিয়া	ঢাকা
৮	নাসিমা বেগম	সাগর মহিলা সমিতি	প্রাকৃতিক উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ	সূতিপাড়া	ঢাকা
৯	সাজেদা বেগম	মুক্তা মহিলা সমিতি	কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদন	সূতিপাড়া	ঢাকা
১০	হামিদা বেগম	মুক্তা মহিলা সমিতি	মাচায় ছাগল পালন	সূতিপাড়া	ঢাকা
১১	মোঃ মুন্নাফ	শালিক মহিলা সমিতি	উন্নত নিরাপদ কৃষি	জয়মন্টপ	মানিকগঞ্জ
১২	সবনম	ময়না মহিলা সমিতি	সমৃদ্ধ কারচুপি	আদাবর	ঢাকা
১৩	মোঃ ইদ্রিস আলী	সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন	ভিক্ষুক পুনর্বাসন	বানিয়াজুরী	মানিকগঞ্জ

চক্ষু ক্যাম্পে মোট ১০০জন রোগী চক্ষু রোগী অংশ নেন তার মধ্যে ২৭জনকে ছানি অপারেশনের জন্য ঢাকায় VARD হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সফল অপারেশন শেষে ২দিন পর ছেড়ে দেয়া হয়। এসডিআই রোগীদের যাবতীয় খরচ বহন করে। বাকী রোগীদেরকে চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। মোট ১৯১ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয় এবং ১৫৪ জনের রক্তের গ্রুপিং করা হয়। রক্তের গ্রুপিং এর তথ্য এফটিসি ওয়েভ সাইটে দিয়ে দেয়া হবে- যাতে কোন রোগী জরুরী প্রয়োজনে এখান থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও এসডিআই এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আবুল হোসেন বলেন- যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তারা তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। পরবর্তীতে যাতে বেশী সদস্যকে পুরস্কৃত করা যায় সেজন্য আমাদের সবাইকে একসাথে চেষ্টা চালাতে হবে। তিনি এসডিআই কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এবং এসডিআইতে Innovative কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে প্রধান অতিথি ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

আলেকজান্ডার ফাবেল এর এসডিআই'র মাঠ পরিদর্শন:

আন্তর্জাতিক অডিট এসোসিয়েশন EMPACTA এর ভলান্টিয়ার, জার্মান তরুন আলেকজান্ডার ফাবেল "Performance of a country study on effects of climate changes on municipality accounting." শীর্ষক গবেষনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশে তিনি বিশেষ করে এসডিআই'র কর্ম এলাকায় কাজ করবেন।

তিনি ইতোমধ্যে এসডিআই বাঘুটিয়া শাখার অন্তর্গত শিবালয় উপজেলার ধুবলিয়া গ্রাম এবং দৌলতপুর উপজেলার চক ধুবলিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেছেন।

তিনি কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন ও বিপন্ন জনগোস্টি, পরিবেশবিদ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করবেন। এই গবেষনা পত্রটি আগামী নভেম্বর মাসে লেবানন এর রাজধানী বৈরুতে অনুষ্ঠিতব্য E-17 আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে।

১৯ পৃষ্ঠার পর

প্রয়াস-৪ এসডিআই এর একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্যোগ। এ উপলক্ষে ১৭ জুলাই ২০১৭ খ্রি. এসডিআই একটি সুভ্যেনির প্রকাশ করে। সুভেনিরে দেশের প্রখ্যাত গুনীজন- মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক কামাল লোহানী, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত চিত্রনায়ক ফারুক, প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার প্রফেসর ড. ইনামুল হক, প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও নাট্যকার জাহানারা আহমেদ, প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ও শিক্ষক দিলারা জামান, প্রখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ, প্রখ্যাত চিত্রনায়িকা দিলারা ইয়াসমিন, চিত্রনায়ক ফারুকের সহধর্মিনী ফারহানা ফারুক তাদের বানী দিয়ে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন- এজন্য আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। বাণীতে বিশেষ করে তাঁরা এসডিআই নিরাপদ সবজি উৎপাদন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন- নিরাপদ সবজি ব্যাপকভাবে বাজারজাত করতে হবে যাতে সকলের কাছে এ সবজি সহজপ্রাপ্য হয়। আরও বলেন- এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক এর নের্তৃত্বে নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বিপননে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বিকেলের অধিবেশন:

বিকেলের অধিবেশন এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এর মাধ্যমে এসডিআই এর বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য (Highlights) দিক উপস্থাপন করেন সিনিয়র প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব আশরাফ হোসেন। বিষমুক্ত সবজি চাষের সুবিধা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সদস্য মোঃ আব্দুল কাদের। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ চাষী (পুরস্কারপ্রাপ্ত চাষী) মোঃ ইন্তাজ আলী।

জনাব আব্দুল কাদের বলেন- বিষমুক্ত সবজি চাষে খরচ কম ও উৎপাদন বেশী হয় এবং বাজারে সবজির দাম বেশী পাওয়া যায়, বিষমুক্ত সবজির চাহিদা বেশী, বিষমুক্ত সবজি খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। জনাব ইদ্রিস আলী, একজন সাবেক ভিক্ষাজীবি, তিনি বলেন- এসডিআই এর বিভিন্ন সহায়তায় ও পরামর্শ পেয়ে এখন তিনি গরু/গাভী পালন করেন, এখন আর তাকে ভিক্ষা করতে হয় না।

সম্মানিত অতিথি (Guest of honor) পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উপস্থিত চাষীদের নিকট থেকে বিষমুক্ত সবজি চাষের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে জানতে চান। সদস্যগণ তার প্রশ্নের উত্তরে বলন- বিষমুক্ত সবজি চাষে কোন অসুবিধা হয় না তবে ভেষজ কীটনাশক তৈরীতে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাজারে বিষমুক্ত সবজির চাহিদা বেশী এবং দাম বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সংস্থার সিলযুক্ত প্যাকেট করে বাজারজাত করা গেলে উৎপাদনকারীরা বেশী লাভবান হতে পারবে। এছাড়া নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী চাষী বলেন- তাদের জন্য উৎপাদন এলাকায় আলাদাভাবে নিরাপদ সবজি বিক্রয়ের জন্য একটি পাইকারী আড়ৎ স্থাপন করলে ইহার বিশেষ পরিচিতি পাবে এবং কৃষকগণ লাভবান হবেন। জনাব মো. ফজলুল কাদের বলেন- ধামরাই ও সিংগাইর'র কৃষকদের নিরাপদ সবজি উৎপাদনে যে প্রতিশ্রুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সত্যি প্রশংসনীয়; তিনি বলেন- "আমি মনে করি ধামরাই ও সিংগাইর'র কৃষকরাই বাংলাদেশের কৃষকদের নিরাপদ সবজি উৎপাদনের শিক্ষক হবেন।"

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন- ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন এসডিআই এর একটি খুবই ভালো এবং যুগউপযোগি পদক্ষেপ। ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার (এফটিসি) এ বাস্তবধর্মী নামটি দেয়ার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন- এলাকায় কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এফটিসি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এধরনের উদ্যোগকে এমআরএ স্বাগত জানায়। বিষযুক্ত সবজি খেয়ে দেশের মানুষ ক্যান্সারসহ নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগছে এবং অকালে মৃত্যুবরণ করছে। মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য সারাদেশে বিষমুক্ত সবজি/ফসল চাষ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে হবে আর এ কার্যক্রমে এসডিআই বাংলাদেশের এনজিওগুলোর মধ্যে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তিনি এসডিআই এবং এর সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কৃষকদের মতামতের সাথে একমত পোষন করে বলেন- নিরাপদ সবজি উৎপাদক দলকে একটি নিরাপদ সবজি মার্কেট তৈরী করে তার সাথে যুক্ত করে দিলে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে নিরাপদ সবজি পাইকার ও নিরাপদ সবজি উৎপাদক দলের সাথে একটি সেতু বন্ধন হবে। এতে একটি Win Win অবস্থার সৃষ্টি হবে। সম্মানিত প্রধান অতিথি এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য পিকেএসএফ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে অনুষ্ঠানে যোগ দয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাদের লিখুনীর মাধ্যমে সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখার জন্য সাধুবাদ জানান।

এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক এসডিআই এর বিভিন্ন বিশেষায়িত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফল ১৩জন পুরস্কার প্রাপ্ত সদস্য এবং উপস্থিত সকলকে এসডিআই এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথি এবং সভাপতি মহোদয়কে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। এরপর পুরস্কার এর জন্য নির্ধারিত ১৩ জন সদস্যের প্রত্যেককে পুরস্কার হিসেবে ১টি করে লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লি. এর উৎপাদিত নিরাপদ পানি পরিশোধনকারী Pureit Device ও ১টি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন- প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথি, সভাপতি এবং এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

পৃষ্ঠা ১৭, কলাম ১

২০ পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ। এটা সফল হলে সারা দেশে এ কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পিকেএসএফ এনজিওগুলোকে উৎসাহিত করবেন বলে তিনি জানান। তিনি ক্যান্সার এবং নানাবিধ জটিল রোগ থেকে মুক্তির জন্য বিষমুক্ত সবজি চাষ ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ কার্যক্রমকে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। তিনি এসডিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক-কে সংস্থার প্রাণ পুরুষ উল্লেখ করে বলেন- তার যোগ্য নেতৃত্বে এসডিআই এখন একটি সমৃদ্ধ

সংস্থা।

প্রধান অতিথি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী তার বক্তব্যে বলেন- এসডিআই এর সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে মানুষের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ রয়েছে। তিনি এর প্রশংসা করেন। সংস্থার বাৎসরিক আয়ের অন্তত ১০% টাকা এ ধরনের সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। রক্তের গ্রুপিং নির্ণয় এবং সুগারের মাত্রা নির্ধারণ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি জরুরী সেবা। এ ধরনের সেবার একটি ডাটাবেইজ এসডিআই সংরক্ষণ করলে তা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য সুরক্ষায় পাখিদের অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরও বলেন- সিএসআর কর্মসূচীর জন্য MRA-এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন এই অনুমোদন প্রক্রিয়া খুবই সহজ। আমরা অনেক সময় কর্মসূচি সম্পন্ন করার পরও অনুমোদন দিয়ে থাকি। MRA আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে জরুরী ভিত্তিতে এগুলো অনুমোদন

দিয়ে থাকে। তিনি বলেন MRA-এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ১০০০টি MFI রয়েছে। এসডিআই ১থেকে- ৫০টি MFI -এর মধ্যে অন্যতম একটি MFI। এসডিআই -এর এ মহতী কল্যানমুখী কাজগুলো ক্রমান্বয়ে আরও সম্প্রসারিত হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি নিরাপদ সবজি ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে কৃষকদের উদ্যেগের প্রশংসা করেন। এছাড়া তিনি World Bank, PKSF ও SDI কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন প্রকল্পের প্রশংসা করেন। দরিদ্র জনগণের মধ্যে সুপেয় পানির অভিগম্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও এসডিআই এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আবুল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন- এসডিআই এর সূচনালগ্ন থেকেই তিনি এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছেন। ছানি রোগীর চক্ষু ক্যাম্প, পাখিদের অভয়ারণ্য স্থাপন, বিষমুক্ত সবজিচাষ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, নিরাপদ পানি, রক্তের গ্রুপিং, রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা প্রভৃতি বাস্তবমুখী কর্মসূচী হাতে নেয়ায় এসডিআই এর নির্বাহী পরিচলক মহোদয়কে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাখিদের অভয়ারণ্য স্থাপনে ছাত্র এবং যুব সমাজকে কাজে

লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স সেন্টার (আইআরসি) এর নবনির্মিত গেইট-এ অনুষ্ঠিত হয় এ কল্যানধর্মী ক্যাম্প ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ছানি রোগীর চক্ষু ক্যাম্প, পাখিদের অভয়ারণ্য স্থাপন উদ্বোধন শেষে এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রধান অতিথিসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রদর্শনী মেলা পরিদর্শন করেন।

পৃষ্ঠা ১৮, কলাম ১

এসডিআই এর সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্যোগ প্রয়াস-৪ অনুষ্ঠিত

মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা এখন সারা বিশ্বের গণমানুষের দাবি।

এসডিআই সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্যোগ প্রয়াস-৪ এর আওতায় "ছানি রোগীদের চক্ষুক্যাম্প, পাখিদের জন্য অভয়ারণ্য স্থাপন, রক্তের গ্রুপিং, রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ প্রদর্শনী, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রদর্শনী, নিরাপদ সবজি মেলা, বিশেষায়িত ফার্ম-ননফার্ম কৃষি খামারীদের সমাবেশ ও পুরুস্কার প্রদান শীর্ষক দিনব্যাপি অনুষ্ঠান- ২০১৭ গত ১৭ জুলাই তারিখে ধামরাই'র সুতিপাড়াতে অবস্থিত এসডিআই ফারমার্স ট্রেনিং সেন্টার (এফটিসি) এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি ২ পর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী। সম্মানিত অতিথি (Guest of honor) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মো. ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও এসডিআই এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. আবুল হোসেন।

সকালের অধিবেশনে ছানি রোগীদের চক্ষুক্যাম্প, পাখিদের জন্য সুতিপাড়া গ্রামে গাছে বিশেষায়িত হাড়ি বেঁধে অভয়ারণ্য স্থাপন উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া প্রধান অতিথি ও অতিথিগণ আইআরসি গেইটে অনুষ্ঠিত রক্তের গ্রুপিং, রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা, সবজি মেলা, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ প্রদর্শনী, Pureit ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। পাখিদের জন্য অভয়ারণ্য স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের অংশ হিসেবে প্রধান অতিথির মাধ্যমে স্থানীয় মধুডাঙ্গা গ্রামের মধুডাঙ্গা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে ১০০টি হাড়ি প্রদান করা হয়। এছাড়া এফটিসি সংলগ্ন শ্রীরামপুর-সুতিপাড়া গ্রামের গাছগুলোতে এসডিআই'র পক্ষ হতে ১০০টি মাটির হাড়ি বাঁধা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক। তিনি বলেন- এসডিআই এর কর্মসূচীতে সবসময় মানব উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এলক্ষেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া এবং পাখিদের অভয়ারণ্য স্থাপন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

ছানি রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে VARD এর ডাইরেক্টর প্রোগ্রাম ডা. শহিদুল হক বলেন- ছানি অপারেশন এর মাধ্যমে রোগী সম্পূর্ণরুপে সুস্থ হয় এবং পরবর্তীতে রোগীর চোখে দেখতে আর কোন সমস্যা থাকে না। ছানি রোগীদের পক্ষ থেকে খোশনাহার বেগম বলেন যে- ছানি অপারেশন করতে আগে খুব ভয় পেতেন, কিন্তু এসডিআই এর কর্মকর্তগণ বুঝানোর পর সে ভয় কেটে গেছে কাজেই তিনি এখন ছানি অপারেশন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে চান।

সম্মানিত অতিথি পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মো. ফজলুল কাদের বলেন- ছানি অপারেশ খুব একটা জটিল বিষয় নয়। কাজেই একটি ছানি রোগীও যাতে চিকিৎসার বাইরে না থাকেন এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এসডিআই'র কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানান। পাখির অভয়ারণ্য স্থাপন উপলক্ষ্যে গাছে হাড়ি বাঁধা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভালো

পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ১

উপদেষ্টা সম্পাদক মন্ডলী: সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক, মোঃ এ বি সিদ্দিক, উপ- নির্বাহী পরিচালক, আনোয়ারুল আজিম কর্মসূচি পরিচালক,
সম্পাদক : সোহেলিয়া নাজনীন হক, সহকারী পরিচালক (সাধাঃ), **উপদেষ্টা সম্পাদক :** হাবিবুর রহমান।
সোসাইটি ফর ডেভেলেপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত; ২/৪, (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন নং : ৮৮ ০২ ৯১২২২১০, ৮৮ ০২ ৯১৩৮৬৮৬; ই-মেইল: sdi.hoffice@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.sdibd.org